শ্রীশ্রী রাধামোহন প্রভুর চরিত্র।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

ক্ব সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্বচাল্প বিষয়া মতিঃ
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেণ স্মি সাগরং।
রঘুবংশং।

সৈদাবাদ বিশ্ববিজয় যন্ত্রে
শ্রীবিশ্বম্ভর দাস দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১০ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

পরম স্নেহাস্পদ

কুঞ্জঘাটাধিপতি

শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

করকমলেষু।

প্রাণাধিক কুমার।

আপনি সুবিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী এবং ধৈর্য্য সুশীলতা, বদান্যতাদি সদগুণ সমূহের একাধার, অধিকন্তু আপনি মহারাজ নন্দকুমারের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং আপনাকে একমাত্র উপযুক্ত পাত্র জানিয়া মৎপ্রণীত এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনার কর পঙ্কজে সমর্পণ করিলাম, হংসের নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরভাগ গ্রহণের ন্যায় এই রাধামোহন চরিত্র খানি সাদরে গৃহীত হইলে পরিশ্রম সার্থক ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগিরীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাং মালিহাটী।

বিজ্ঞাপন।

কিয়দ্দিন অতীত হইল মুর্শীদাবাদের শ্রীযুক্ত বাবু নিখিল নাথ রায় ও গোবর হাটীর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইঁহারা শ্রীশ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অস্মদ্ নিবাসী সুবিজ্ঞ সদাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া ছিলেন। তজ্জন্য তিনি ও ইদানীন্তন ঠাকুর দিগের মধ্যে প্রাচীন এবং ভক্তিশাস্ত্রের তত্বজ্ঞ' শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঠাকুর মহাশয় আমাকে শ্রীরাধামোহন প্রভুর বিবরণ কিছু কিছু মৌখিক বলিয়া দিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেল। আমি তদনুসারে লিখিতে আরম্ভ করার পর প্রভুর প্রসাদে আমার শশুর ৺নৃসিংহনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে একদিন পুরাতন পুস্তকাদি দেখিতে দেখিতে একখানি পাটাপুস্তক মধ্যে তাঁহার বিবরণ কয়েকটী পত্রে দেখিতে পাইলাম, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সে পত্রগুলি ক্রমিক পাইলাম না। যাহাহউক তাহাতে যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি এবং প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঠাকুর ও মহেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর মহাশয়, ও আমার পিতৃব্য এখনকার মালিহাটীস্থ ভদ্রগণের মধ্যে প্রাচীনতম ও বহুদর্শী শ্রীযুক্ত নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত শ্রীরামচাঁদ দত্তের বাচনিক যে যে বিষয় অবগত হইয়াছি তাহা ক্রমিক লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে ইহা সাধুভক্ত পাঠকবর্গ, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলে শ্রম ও যত্ন সার্থক বোধ করিব।

এতৎ পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কুঞ্জঘাটার রাজা শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় ও উক্ত প্রভুপাদের ষ্টেটের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর যথেষ্ট সহায্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। পুনশ্চ নবদ্বীপ, খড়দহ, প্রভৃতি গ্রামের গোস্বামিগণ, স্বকীয়া মত গ্রহণের পর শ্রীরাধামোহন প্রভু দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করিলে তাঁহারা তাঁহার বরাবর যে ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিয়া ছিলেন তাহার অবিকল নকল একখানি এই গ্রন্থের শেষভাগে থাকিল। পাঠক মহোদয়গণ তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতি

সন ১৩১০ সাল তারিখ ২৮ মাঘ।	পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হালিসহর স্কুল।

শ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনিবাসকুলে জাতং প্রেমদং কনক প্রভং।
শ্রীরাধা মোহনং বন্দে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারকং॥

গ্রন্থকারস্য

যিনি গৌড়দেশে গোস্বামিগণ প্রণীত ভক্তি শাস্ত্রাবলী প্রচার করিবার জন্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার মর্ম্ম ও ভজন প্রণালী সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য, নাম ও ভক্তি রূপ আলোক দানে লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ করিবার জন্য, সকলের চিত্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণ প্রেম বীজ অঙ্কুরিত করণ জন্য; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তি ও প্রেম রূপে অবতীর্ণ হইয়া–

ছিলেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন ধামে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার একমাত্র কুল প্রদীপ পুত্র গতি গোবিন্দ প্রভু বর্ত্তমান ছিলেন। তৎ পুত্র কৃষ্ণ প্রসাদ প্রভু ও কৃষ্ণ প্রসাদ প্রভুর পুত্র জগদানন্দ প্রভু। জগদানন্দ প্রভু প্রথমে দক্ষিণ খণ্ডে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে যাজিগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল গ্রাম-বাসী অনেকেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে লাগিল। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব উপস্থিত হইল তজ্জন্য জগদানন্দ প্রভু হরিদাস নামক জনেক অভ্যাগত বৈষ্ণবকে তত্রত্য দেব সেবার ভার সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক দক্ষিণ খণ্ডে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া ছিলেন; তথায় যাদবেন্দ্র নামে তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তদীয় গর্ভধারিণী পরলোক গামিনী হইলে তিনি মাতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। একদা জগদানন্দ প্রভু রাত্রিতে নিদ্রিত রহিয়াছেন; এমন সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া কহিলেন, জগদানন্দ! তুমি এখান কার বাস ত্যাগ করিয়া মালিহাটী যাও, ও তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ কর, তোমার ঔরসে যে প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে তাহার নাম রাধামোহন রাখিও; আমি

তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমার অবশিষ্ট কয়েকটী কার্য্য সমাধা করাইব এই বলিয়াই প্রভু অন্তর্হিত হইলেন।

জগদানন্দ প্রভু রোমাঞ্চিত কলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন, স্বপ্নাদেশের কথা কাহাকেও কিছুই বলিলেন না, তৃতীয় দিন একাকী দক্ষিণ খণ্ড হইতে মালিহাটী গমন করিলেন। মালিহাটী গ্রামের তৎকালীন জমীদার মহাশয় সৈদাবাদের কৃষ্ণরায়-জীর বাটীর ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শাখা, জগদানন্দ প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশ সম্ভূত সুতরাং জমীদার মহাশয় তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে পরম গুরুজ্ঞানে যথোচিত সমাদর করিলেন এবং তাঁহার মালিহাটীতে বাস করিবার ইচ্ছা শুনিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বাসোপযোগী বৃহৎ ব্রহ্মত্তর বাটী ও অনেক জমী প্রদান করিলেন; জগদানন্দ প্রভুও সন্তোষ সহকারে তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জগদানন্দ প্রভু তথায় দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে শ্রীরাধামোহন, ভুবন মোহন, মদন মোহন, শ্যাম মোহন ও গৌর মোহন এই পঞ্চ পুত্র যথাক্রমে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভু রাধা মোহনই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। আমি তাঁহারই গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত

হইলাম। ১৬৪৭ শকাব্দীয় কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসী রজনীর শেষ ভাগে শুভ লগ্নে ও শুভ যোগে রাধামোহন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাঁহার অলৌলিক রূপ লাবণ্যে সূতিকাগৃহ আলোক ময় হইয়া উঠিল। তাঁহার কাঞ্চন কান্তি, আকর্ণ পরিস্তৃত নীলনলিনাভ নয়ন যুগল, প্রশস্ত ললাট ফলক, বিশাল বক্ষঃস্থল, সুক্ষীণ মধ্য-ভাগ, আজানু লম্বিত বাহুদ্বয়, অরুণ বর্ণ কর পদতল নিরীক্ষণ করিয়া প্রসূতি প্রসব বেদনা একবারেই বিস্মৃত হইলেন, মুখ কমলের প্রতি অনিমিষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী ভক্ত-বৃন্দ হরিনাম সংকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, প্রভু জগদানন্দ শুভক্ষণে বিকচ কমল সদৃশ পুত্রের মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বপ্ন কথা স্মরণ হইল পুত্রের কর পদতলে মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন, গ্রামস্থ দীন দুঃখী দিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন। দৈবজ্ঞগণ লগ্নস্থির করিয়া কোষ্টী প্রস্তুত করিয়া কহিল এই পুত্র ভবিষ্যতে অদ্বিতীয় বিদ্বান ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইবেন, ইঁহার যশোরাশি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইবে। প্রভু দৈবজ্ঞগণের বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া আশাতিরিক্ত অর্থদানে তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়া বিদায় করিলেন।

যথাযোগ্য কালে কালোচিত সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রভু জগদানন্দ পুত্রের নাম রাধামোহন রাখিলেন, রাধামোহন শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইলে পিতার নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা একবার পাঠ করেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া উঠে, জগদানন্দ প্রভু পুত্রের মেধাশক্তি দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। গর্ভাষ্টমে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন। ক্রমে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাধামোহন ব্যাকরণ কাব্য ও অলঙ্কারে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর পিতার নিকট হইতে বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য চরিতামৃত লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, নিয়ত উক্ত গ্রন্থদ্বয় আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে স্বাভাবিক প্রেম ও ভক্তির উদ্রেক হইতে লাগিল, আপনা হইতেই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ও গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ গৌরপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া জগদানন্দ প্রভুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি শুভ দিনে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তদবধি রাধামোহন প্রভু রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধীয় গীতাবলী শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন গত হইলে প্রভু জগদানন্দ স্বকীয় পাঞ্চ ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। রাধামোহন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতৃশোকে অধীর হইলেন। ঠাকুরাণী মহাশয়াও শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাধা-মোহন প্রভু বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সকলেরই শোকাপনোদন করিলেন। যাদবেন্দ্র প্রভু দক্ষিণখণ্ডে থাকিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধাদি সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এখানেও রাধা-মোহন প্রভু ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহিত দানাদি ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ক্রিয়া মহোৎসবে সমাধা করিয়া অহোরাত্র নাম সংকীর্ত্তন করাইলেন।

ক্রমে দুই তিন বৎসর অতীত হইল, ভক্তি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার জন্ত রাধামোহন প্রভুর চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু জননীকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া কি করিয়া বিদেশে যাইব এই চিন্তা করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন।

একদা রাত্রিতে রাধামোহন প্রভু নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু তদীয় শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন রাধামোহন! তুমি আমার বংশের কুলপ্রদীপ, তুমি মাতাঠাকুরাণী ও তোমার ভ্রাতৃগণের জন্ত কোন চিন্তা না করিয়া ত্বরায় বৃন্দাবন যাও, তথায় ভক্তি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া

রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীতাবলী পর্য্যায়ক্রমে নিবদ্ধ কর, এতদ্দেশে তাহাই পালাবদ্ধ হইয়া গীত হইবে। আমি তোমাকে শক্তি প্রদান করিলাম তুমি আমার শক্তি প্রভাবে অসাধারণ পণ্ডিত ও গায়ক হইবে এবং সর্ব্বত্র প্রেম ভক্তি প্রচার করিয়া চির স্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে।

রাধামোহন বিস্ময়স্তিমিত লোচনে দর্শন করিলেন, কনক কান্তি বর্ণ, দলিতাঞ্জন লোচন, আজানুলম্বিত বাহু যুগল, সুবিশাল বক্ষঃস্থল, স্মিত বিকসিত বদন মণ্ডল, কৌষেয় বসন ধারী দিব্য মহাপুরুষ তদীয় শিরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন সর্ব্বাঙ্গ হরিচন্দন তিলকাবলী ভূষিত, বক্ষঃস্থল ও বাহুমূল হরে কৃষ্ণ নমাঙ্কিত, গলদেশ ত্রিকণ্ঠি তুলসীদাম শোভিত। রাধা-মোহন প্রভু চকিত মাত্র দর্শন করিয়া চরণ যুগল স্পর্শ মানসে যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনিআচার্য্য প্রভুও বিদ্যু-দ্দাম স্ফুরণের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। তখন তিনি অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যং বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নয়ন যুগল হইতে প্রস্রবণের ন্যায় বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। রাধামোহন প্রভু হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, মনে মনে প্রভু পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জননীকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। জননীর কোমল হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও শোকের উদয় হইল; প্রথমতঃ প্রভুর আদেশ ভাবিয়া হৃষ্ট হইলেন, পর

ক্ষণেই রাধামোহন একাকী বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন ভাবিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কি করিবেন রাধামোহন প্রভুর একান্ত আগ্রহ ও তাঁহার প্রতি প্রভু পাদের আদেশ ভাবিয়া নিষেধ করিতে পারিলেন না ; কিন্তু অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

রাধামোহন প্রভু জননীকে সান্ত্বনা এবং ভ্রাতৃগণের পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া বৃন্দাবন যাত্রার নিমিত্ত একটী শুভ দিন স্থির করিলেন। তাঁহার গমন সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে কতকগুলি দেশীয় লোক তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রভুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিল ; প্রভুও পথিমধ্যে একাকী বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সন্তোষ সহকারে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
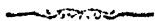
নির্দ্ধারিত যাত্রিক শুভদিন উপস্থিত হইলে, রাধামোহন প্রভু জননীর চরণ রেণু মস্তকে ধারণ ও ভ্রাতৃগণকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক যাত্রিগণের সহিত হরি হরি বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্নে কোন লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক রজনী যাপন করেন, প্রত্যূষে তথা হইতে যাত্রা করেন, এই রূপে একপক্ষ অতিবাহিত হইল।

এক পক্ষের পর একদিন তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় নিশি যাপন করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন; এবং গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসিগণের নিকট স্থান প্রার্থনা করিলেন। তাহারা যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এক নির্জ্জন স্থান দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

গ্রামবাসী সকলেই দরিদ্র কিন্তু সাহসী ও বলবান্। দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, আগন্তুকেরা বৃন্দাবন যাত্রা করিতেছে নিশ্চয়ই ইহাদের নিকট প্রচুর অর্থ পাইব, প্রাণবধ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিব এই আশায়

তাহারা যত্ন পূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, কিন্তু প্রভু বা তৎ সঙ্গিগণ মধ্যে তাহাদের এ দুরভি সন্ধি কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

দিনকর অস্তাচল চুড়াবলম্বী হইলে সন্ধ্যা সমাগত হইল; ধরনী সতী বিরহ প্রকাশচ্ছলেই যেন অন্ধকার রূপ মলিন বসন পরিধান করিলেন। গ্রাম বাসিনী রমনিগণ প্রদীপ জ্বালিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল, প্রভু নিকটবর্ত্তী একটী সরোবরে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া গৌরাঙ্গ গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় আসিতেছেন, দিব্য লাবণ্য পরিশোভিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ স্থলে তুলসী দাম দোদুল্য মান, সর্ব্বাঙ্গ তিলকাবলী ভূষিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত শিখা পশ্চাদ্ভাগে লম্বমান হইয়া মৃদু পবন হিল্লোলে কখন বামস্কন্ধ কখন বা দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিতেছে বদন কমল প্রফুল্লতা পূর্ণ, যজ্ঞোপবীত বিশদ কুসুম মালার ন্যায় স্কন্ধদেশ হইতে লম্বিত হওয়া শোভা পাইতেছে। পথি মধ্যে একটী যুবতী প্রভুর স্বর্গীয় কান্তি দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম করিল। প্রভুও দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক "আয়ুষ্মতী ও কৃষ্ণে ভক্তিমতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুবতি কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, "দেব! এই গ্রামবাসী সকলেই দস্যু ও নির্দ্দয়, আপনাদিগের সকলের প্রাণবধ করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিবার ইচ্ছায় আশ্রয় দিয়াছে আপনারা রাত্রি না হইতেই গ্রাম পরিত্যাগ করুন; অথবা

আত্মরক্ষার উপায় দেখুন।" প্রভু সহাস্য বদনে কহিলেন, "মা! সমস্ত কর্ম্মই কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই ঘটিবে।"

এই বলিয়া বাসায় আসিয়া সমভিব্যাহারী সকলকে যুবতীর কথিত ভাবী বিপদের কথা জ্ঞাত করাইলেন। শ্রবণ মাত্র সকলে ভয়ে কম্পবান ও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। কাতর স্বরে প্রভো! আমাদের কি দশা হইবে বলিয়া, তাঁহার চরণ সমীপে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রভু কহিলেন, "চিন্তা কি, কৃষ্ণ কৃপায় সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইবে, অদ্য একাদশী, তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে ফল মূল ভোজন করিয়া জলপান কর; এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার সহিত হরি গুণানুকীর্ত্তন কর।"

প্রভুর আশ্বাস জনক বাক্যে সকলেরই চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর বাক্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুকল্প করিয়া একত্র উপবেশন পূর্ব্বক মনে মনে বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিল। প্রভুও নির্ভীক মনে স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড অতীত হইল। গ্রাম বাসিগণ দুই একটী করিয়া ক্রমে তথায় আসিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাধামোহন প্রভু সকলকে সমবেত দেখিয়া কিন্নর বিনিন্দিত

কণ্ঠ স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

"কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর,
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কদম্ব কর স্থিত,
কুন্তল কান্তি কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ
কালীয় কেশী, কংস করি মর্দ্দন,
কেশর কুঞ্চিত কেশ।
কুল বনিতা, কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়,
কৌতুক কন্দন কন্দ।
কমলা কেলি, কল্পতরু কামদ
কমনীয় কটি করীন্দ্র
কৃপণ কৃপাকর কলি কলুষাঙ্কুশ
কহে কবি দাস গোবিন্দ।"

এই রূপে ক্রমে ক্রমে প্রভু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিও ও রায় রামানন্দ প্রণীত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীতাবলী গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মোহিত হইয়া গেল। বৃক্ষ শাখাসীন পক্ষিগণ ও নিস্পন্দ হইয়া

প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল ; গ্রাম বাসি-গণের চিত্ত এরূপ মুগ্ধ হইয়া ছিল যে তাহাদের দুষ্টাভিপ্রায় বিস্মৃত হইয়া তাহারা অনিমিষ লোচনে প্রভুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে অঙ্গে দৃষ্টিপাত করে সেই অঙ্গের অলৌকিক লাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কৃষ্ণ প্রেম পরিপূরিত দেহ, প্রভু আমার সাত্বিক ভাবোদয়ে বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গান করিতে-ছেন ; নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু ধারা বিগলিত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে, তদ্দর্শনে শ্রোতৃ বৃন্দেরও কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল ; অকস্মাৎ প্রেমোদয় হওয়াতে তাহাদের নয়ন প্রেমাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা প্রভুর প্রফুল্ল বদন কমলে নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে হরিগুনানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল ; সূর্য্যদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইলেন ; সরোবরে কমলিনি কুল প্রস্ফুটিত হইয়া পবন হিল্লোলে দুলিতে লাগিল। কুমুদ বৃন্দের মুদিত হইবার উপক্রম দেখিয়া চমকিত মধুপ কুল ঝঙ্কার পুর্ব্বক একে একে কমল ক্রোড়ে গিয়া বসিতে লাগিল, এবং মহানন্দে মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় ত্যাগ করিয়া কল কল শব্দে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে সকলেরই

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, প্রভুও সঙ্গীতে বিরত হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবার অভিপ্রায়ে হরে কৃষ্ণ বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সমবেত গ্রাম বাসিগণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রভুর চরণারবৃন্দে প্রণাম করিল, এবং পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "প্রভো! আমরা মহাপাপী আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা জন্মাবধি কত লোমহর্ষণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমাদিগের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এক্ষণে প্রভু যদি কৃপা কটাক্ষপাত করেন, তবেই আমাদের নিস্তার। গত রাত্রিতে আমরা আপনাদিগের প্রাণ বধ ইচ্ছায় এখানে একত্র হইয়াছিলাম, কিন্তু হে পতিত পাবন আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সে ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। আমাদিগের চির কলুষিত চিত্তে জ্ঞানালোক প্রদান করিলেন। আমরা আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি অদ্যাবধি সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিতে বিরত হইলাম। প্রভো! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করুন। আমরা কৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তনে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতি বাহিত করিব, এক্ষণে সকলেই সপরিবারে আপনার শরণাগত হইলাম।" প্রভু তাহাদিগের বাক্যে সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মত হইয়া সকলকে আপন আপন বাটী যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলে রাধামোহন প্রভু প্রাতঃ

স্নান সন্ধ্যা ও আহ্নিক কৃত্যাদি সমাপন করিয়া একাদশীর পারণ করিলেন, অনন্তর সপ্তাহ কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া গ্রাম বাসিগণকে সপরিবারে রাধা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, এবং নানা প্রকার সৎশিক্ষা দিয়া তাহাদের চিত্ত মালিন্য সম্পূর্ণ রূপে পরিমার্জ্জিত করিলেন, তাহাদিগের নির্ম্মল চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর উৎপাদিত হইল এবং প্রভুর কৃপাবারি প্রাপ্ত হইয়া তাহা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সপ্তাহ অতীত হইলে প্রভু সঙ্গিগণের সহিত বৃন্দাবন ধাম গমন করিতে উদ্যত হইলেন ; তখন তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, প্রভুর প্রত্যাগমন সময়ে যেন শ্রীচরণ দর্শন পাই এই আমাদের প্রার্থনা। প্রভু তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইয়া হরি হরি বলিতে বলিতে যাত্রা করিলেন, তাহারা কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইয়া কাশীধাম যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

রাধা মোহন প্রভু সমভিব্যাহারীগণের সহিত কয়েক দিবস গমন করিতে করিতে গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন প্রেমে পুলকিত হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সঙ্গী যাত্রীগণের সহিত সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত শ্রীচরণে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া তথায় ত্রিরাত্র অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তথা হইতে যাত্রা

করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, কাশী মহাতীর্থ ও বহুজনাকীর্ন নগর। বরুনা ও অসি নাম্নী নদীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বারাণসী নামে খ্যাত। কাশী ভাগীরথী বক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাইতেছে; পথে, ঘাটে মন্দির মধ্যে কত শিব প্রতিষ্টিত তাহার ইয়ত্তান ই, কাশী যেন শিবময়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অত্যুচ্চ পাষাণ নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে; কত যোগী, ত্যাগী ও দণ্ডীগণ কেহবা বসিয়া আছেন, কেহবা রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছেন, ভীষণ মুর্ত্তি বৃষভ সকল চতুর্দ্দিকে অবনত মস্তকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি অতি শান্ত, কাশীবাসী মাত্রেরই হৃদয় প্রফুল্ল ও শান্তি পূর্ণ না হইবেই বা কেন? কাশী শান্তিনিকেতন কাশীই কৈলাস, কাশীই মহাদেবের প্রিয়তম স্থান।

প্রভু রাধামোহন সেই শান্তিপুর্ণ নিকেতন দর্শন করিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন; ক্রমে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, তিল ভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া নীলমাধব দর্শন করিলেন। নীলমাধব দর্শনে তাঁহার প্রেমোদ্বেগ দ্বিগুণিত হইল, অনন্তর সঙ্গিগণের সহিত একটী বাসা স্থির করিয়া তথায় অবস্থিতি লাগিলেন।

মাসাবধি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক কাশীর সর্ব্বত্র পরিদর্শন

করিয়া বৃন্দাবন ধাম যাত্রা করিলেন ; এবং সকলের সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে যাইতে যাইতে কিছু দিন মধ্যেই মথুরায় উপস্থিত হইলেন ; তথায় পঞ্চদশ দিন থাকিয়া তত্রত্য দর্শনীয় স্থান ও দেবমুর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মথুরা নিবাসী জনেক চৌবের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তদীয় সঙ্গিগণও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমণ করিতে লাগিল।

ইতি পূর্ব্বে চৌবে মহাশয় জনেক ভৃত্যদ্বারা বৃন্দাবনের সকল কুঞ্জে রাধামোহন প্রভুর বৃন্দাবন গমণ সংবাদ প্রেরণ করিয়া ছিলেন। যখন রাধামোহন প্রভু ব্রজপুর প্রবেশ মার্গে রজোবিলুণ্ঠিত হইয়া জয় রাধে! শ্রীরাধে! বলিয়া রোদন করিতেছেন, তাঁহার প্রেমাবেগ দর্শনে চৌবে মহাশয়েরও নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু ধারা বিগলিত হইতেছে। সঙ্গিগণ মধ্যে কেহ রজে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ ব্রজপুর লক্ষ করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে, কেহ রাধে! রাধে! বলিয়া চিৎকার করিতেছে, কেহবা রাধাগোবিন্দ বলিয়া ডাকিতেছে ; এমন সময়ে সকল কুঞ্জের কর্ম্মচারিগণ প্রসাদী মালাও পট্ট ডোরী হস্তে খোল করতাল লইয়া "গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন দয়াকর" এইগান গাহিতে গাহিতে প্রভুকে অগ্রসরি আনিবার জন্ম গমণ করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী

হইয়া প্রেমে ও সাত্বিকভাবে পরিপূরিতাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার চরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। প্রভু সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থন করিয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গোবিন্দ দেবকে, তৎপরে গোপীনাথ ও মদন মোহন জীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া ভট্ট গোস্বামী দিগের কুঞ্জে গমন করিলেন, তথায় রাধারমণ জীকে দর্শন করিয়া ঈশ্বরীপীটের কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। কুঞ্জের কামদার সাধুচরণ চক্রবর্ত্তী যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহার থাকিবার জন্য পৃথক প্রকোষ্ঠও সঙ্গি-গণের জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহারা সকলে পরমানন্দে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে ঝুলন যাত্রা উপস্থিত। ব্রজবাসিগণের আনন্দের সীমা নাই। প্রতি গৃহে মাঙ্গলিক আচরণ আরম্ভ হইল। ব্রজবাসি ও ব্রজবাসীনিগণ কেহ কৃত্রিম কেহ কেহবা অকৃত্রিম শোভায় শোভিত হইতে লাগিলেন। ব্রজ ধামের সর্ব্বত্রই যেন মূর্ত্তিমান পূর্ণানন্দ বিরাজ মান।

রাধামোহন প্রভুও উৎসাহ পূর্ণ হইয়া সঙ্গিগণের সহিত প্রতিদিন গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, রাধা দামোদর প্রভৃতির ঝুলন যাত্রা দর্শন করিতে লাগিলেন; ঝুলন যাত্রা সমাধা হইলে ব্রজবাসী রাধাচরণ দাস বাপাজীর সহিত দ্বাদশ বন দর্শন, গোবর্দ্ধন পরিক্রমা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণর লীলা স্থান সকল দর্শন করিয়া নিত্য আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

অতঃপর আশ্বিন মাসের প্রথমে রাধামোহন প্রভু সঙ্গী-দিগকে কহিলেন, "এক্ষণে দেশীয় অনেক যাত্রী ফিরিয়া যাইতেছে, তোমরাও সেই সঙ্গে বাটী যাও। আমি এখনে কিছুদিন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া বাটী যাইব, আমার মাতা ঠাকুরাণীকে কহিবা, তিনি যেন আমার জন্য চিন্তা না করেন।" প্রভুর

সঙ্গিগণ তাঁহারা এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া অন্যান্য দেশীয় যাত্রিগণের সহিত বিদায় দিলেন।

অনন্তর তিনি সিঙ্গার বটের নিত্যানন্দ বংশীয় জনেক গোস্বামী পাদের নিকট ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে লাগিলেন। অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি প্রভাবে দুই বৎসর মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি সমস্ত ভক্তি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, স্বয়ং নানা প্রকার নিগূঢ় অর্থ বাহির করিয়া ভাবুক গণকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন, ব্রজধামের সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়েই তিনি বৃন্দাবন ধামে কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস নামক দুইজন সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণবকে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করাইতে লাগিলেন; তাঁহারা প্রভুর প্রসাদে ভক্তি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপ অধিকারী হইয়া তাঁহার নিকট রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন; এবং আজীবন প্রভুর পরিচর্য্যায়ে ও আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইলেন।

ব্রজপুর মধ্যে রাধামোহন প্রভুর যশঃ পতকা ক্রমে উড্ডীন হইল। সকলেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিশেষতঃ শ্রীনিবাস প্রভুর বংশ সম্ভূত বলিয়া যথোচিত সমাদর ও ভক্তি

করিতে নাগিলেন, সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানিতে আসিয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ আরম্ভ করিতেন]; কিন্তু প্রভু সকল শাস্ত্রের বিষয়েই তাঁহাদিগকে পরাজিত ও অপ্রতিভ করিতেন, তিনি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, দৈবশক্তি হেতু তৎসমুদয় শাস্ত্র বিচারে পণ্ডিত মণ্ডলীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন, পরে তাঁহাদিগকে বিনীত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন, তজ্জন্য কেহই তাঁহার প্রতি অসূয়া পরতন্ত্র না হইয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সদগুনাবলীর কীর্ত্তন করিতেন।

রাধামোহন প্রভু ব্রজধামে থাকিয়া গৌরাঙ্গ লীলাও রাধা কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বিবিধ গীত রচনা করিলেন, অধুনা যে প্রণালীতে কীর্ত্তন গান হইয়া থাকে সেই গাণের প্রনালী অর্থাৎ সমস্ত গীত সংগৃহীত করিয়া তাহার পালাবদ্ধ করিলেন; এবং অনেক কেই সেই পর্য্যায় বদ্ধ গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাস প্রভৃতির গীতাবলী প্রচলিতছিল বটে; কিন্তু পালাবদ্ধ না থাকায় অধুনা প্রণালী অনুসারে গীত হইত না।

রাধামোহন প্রভু যে সমস্ত গীত রচনা করিলেন, তাহার ভাবও লালিত্য শ্রবণে ভাবুক গণের ভাব সমুদ্র উচ্ছলিত হইত। তাঁহারা তাহাকে গুরুবদ্ভক্তি করিতে লাগিলেন।

এই স্থানেই তিনি একাধিক ত্রিশত পদ সংগ্রহ পূর্ব্বক "পদামৃত সমুদ্র" নাম দিয়া তাহার টীকা প্রণয়ন করিলেন। সায়ং কালে কোনদিন গোবিন্দ কুঞ্জে, কোন দিন বা গোপী-নাথের কুঞ্জে, কোন দিন মদনমোহনের কুঞ্জে, সেই সকল গীত সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন; পশু পক্ষিগণ ও তদীয় সুললিত গাণ শ্রবণে মোহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিত।

এইরূপে বৃন্দাবন ধামে একাধিকক্রমে ছয় বৎসর অবস্থিতি করিয়া প্রভু সকলের নিকট জন্মভূমি গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্রজবাসী সকলেই তাঁহাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসিত, সুতরাং এই কথা শ্রবণে সকলের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তাঁহারা প্রভুর ভাবী বিরহে সাতিশয় কাতর হইলেন, নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল।

রাধামোহন প্রভু সকলকে আশ্বস্ত বাক্যে প্রবোধ দিয়া শুভ দিনে বৃন্দাবন হইলে যাত্রা করিলেন। কালিন্দীদাস ও পরাণ দাস উভয়েই তাঁহার অনুগামী হইলেন। প্রভু দুই চারি পদ গমন করিয়া যেমন বৃন্দাবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অজস্র প্রেম ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া উঠে। এইরূপে মথুরাপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় তিন দিন অবস্থান করিলেন। তথা হইতে কাশীধামে পঞ্চদিন অতিবাহিত

করিয়া যাত্রা করিলেন, এবং এক মাস পরে সেই দস্যু পল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

দস্যুগণের আর পূর্ব্বভাব নাই, এখন তাহারা পরম বৈষ্ণব, গলদেশে ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, ললাটাদি দেশে হরিচন্দনের তিলক, মুখে ঘন ঘন "হরেকৃষ্ণ নাম" তাহারা সহসা আপন অভীষ্ট দেব প্রভুকে সমাগত দেখিয়া, মৃত দেহে যেন জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রভুর পাদ মূলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া মস্তকে চরণ রেণু ধারণ করিল। এবং যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক প্রভুকে উৎকৃষ্ট স্থানে বাসস্থান প্রদান করিল ও সকলেই নিরন্তর প্রভুর সেবা শুশ্রুষায় নিযুক্ত থাকিল। প্রভু তাহাদিগের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চদশ দিন তথায় অবিচ্ছেদে অবস্থান করিলেন।

অনন্তর, তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া দুই শিষ্যের সহিত দ্বাদশ দিনে বনবিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশের সর্ব্বত্র প্রভুর যশঃ, পাণ্ডিত্য, গীতি শক্তি ও কবিত্ব শক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তত্রত্য ঠাকুর মহাশয় দিগের ও বিষ্ণুপুরের রাজকুমারের প্রভুকে দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল ; এক্ষণে অকস্মাৎ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইলেন ; রাজকুমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

ঠাকুর মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বয়ঃ কনিষ্ঠ অথচ সম্বন্ধে লঘু, তাঁহারাই তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং বয়ঃ জ্যেষ্ঠ ও গুরু সম্বন্ধ বিশিষ্ট ঠাকুরেরা তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলে তিনিই তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। অতঃপর সকলে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার অবস্থিতির জন্য উৎকৃষ্ট ভবনে লইয়া গেলেন। রাধামোহন প্রভু স্নানাহ্নিক ও আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে প্রভু তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাধানান্তে একান্তে নাম গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রাজকুমার ও প্রভুর জ্ঞাতিবর্গ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে বলিলে রাজকুমার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভো! পদার্পণে অধমের ভবন পবিত্র করুন এই আমার প্রার্থনা। যখন আমি আপনাদিগেরই শিষ্য, তখন আশা করিতেছি যে নিঃসন্দেহ আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।"

প্রভু হাঁসিয়া কহিলেন, "যখন আপনার পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপাপাত্র, তখন আপনার সামান্য প্রার্থনা কেন পূর্ণ না হইবে? অধিকন্তু আপনি একজন প্রকৃত ভক্ত ও ভাবগ্রাহী একথা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি, চলুন আপনারই গৃহে গমন

করি" এই বলিয়া প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। পরিচারক গণ অগ্রে অগ্রে চন্দনাক্ত জল ছিটাইতে লাগিল, কেহ বা সুগন্ধি কুসুম রাশি বিকীরণ করিতে লাগিল। গ্রাম বাসিগণ পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ লোচনে প্রভুর দিব্য কান্তি দর্শন পুর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। প্রভু আশীর্ব্বাদ সূচক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পুর্ব্বক মুখে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া সুসজ্জীকৃত গৃহে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, অন্যান্য সকলেও যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর রাজ কুমার গললগ্নীকৃত বাসে বিনীতস্বরে নিবেদন করিলেন, "প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও ভবদীয় রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীতাবলী শ্রবণ করিতে আমাদিগের সকলেরই একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে; অনুগ্রহ পুর্ব্বক সকলের বাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ করুন।"

প্রভু রাজকুমারের বাক্য শ্রবণে সন্তোষ লাভ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা দর্শনে অবাক্ হইলেন।

তদনন্তর প্রভু কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে স্বরচিত গীতাবলী গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কেবল প্রভুর বদন কমলের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে প্রভু গীতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শ্রান্তি দূরীকরণ জন্য রাজাদেশে রাজ কিঙ্করগণ তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল। তত্রত্য ঠাকুর মহাশয়েরা ও রাজ কুমার প্রভুর ব্যাখ্যা ও গীত শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া রাধামোহন প্রভু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাসায় আসিলেন; এবং রাত্রি কালীন ভোজন সমাপনান্তে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, সূর্য্যদেব অরুণ বর্ণ হইয়া উদয়াচলে উদিত হইলেন, নক্ষত্র পুঞ্জ সভয়ে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুম গন্ধ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া তুলিল। বিহঙ্গ কুল কল কল শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া স্বাভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিতে লাগিল। রাধামোহন প্রভুও শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করিলেন। এমন সময়ে রাজকুমার ঠাকুর

মহাশয় দিগের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন ; এবং প্রভুকে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া অনেক অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভুও সন্তোষের সহিত ভক্ত প্রদত্ত বস্ত্র জাত গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিলেন।

রাজকুমার অর্থাদি লইয়া যাইবার জন্য প্রভুর সঙ্গে দুইজন লোক পাঠাইলেন। প্রভু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় দিগকে প্রণাম করিলেন এবং বয়ঃ কনিষ্ঠ ও লঘু সম্বন্ধীয় ঠাকুরদিগের প্রণাম গ্রহণান্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে "হরি হরি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বীরভূম অঞ্চলে প্রভুকে শিষ্য করিতে হইয়াছিল, পথি মধ্যে যে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল ; সেই মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল ; তজ্জন্য বাটী পৌঁছিতে তাঁহার অনেক দিন বিলম্ব হইয়াছিল।

যাহাহউক রাধামোহন প্রভু চারি মাসের পর বৃন্দাবন ধাম হইতে মালিহাটীতে উপস্থিত হইলেন। চিরাগত পুত্রের স্মিত বিকসিত মুখকমল দর্শন করিয়া জননী আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। ভ্রাতৃগণেরও আহ্লাদের সীমা রহিলনা। প্রভু মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। গ্রাম

বাসিগণ একে একে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনিও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলে, প্রভুও স্বীয় আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ তাঁহাদিগকে অবগত করাইলেন। শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ নন্দকুমার লোক পরম্পরায় প্রভুর দেশাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার দীক্ষার কাল এক প্রকার অতিক্রান্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য প্রভুকে লইয়া যাইবার জন্য শিবিকা ও দশজন বাহক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তৃতীয় দিন অপরাহ্নে প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজের প্রদত্ত লিপি প্রদান করিল। প্রভু নন্দকুমারের অভিপ্রেত বিষয় অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিলেন এবং তৎপর দিন নবযানারোহণে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্ন কালে ভদ্রপুরে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ প্রভুর আগমনে প্রফুল্ল হইয়া সত্বর তৎসমীপে আগমন করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তদীয় সুকোমল চরণ যুগল মস্তকে ধারণ করিলেন। প্রভুও সুবিশাল বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া শারীরিক ও বৈষয়িক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দকুমার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে "প্রভুর চরণ দর্শনে সমস্ত মঙ্গল" বলিয়া একদৃষ্টে তাঁহার অমানুষিক লাবণ্য, প্রেম তরঙ্গায়িত গৌর কলেবর নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন, যতই দেখেন ততই তাঁহার দর্শন লালসা বলবতী হইয়া উঠে, কিছুতেই দর্শনের তৃপ্তি লাভ হয় না।

যাহাহউক পূর্ব্বেই প্রভুর অবস্থিতির জন্য উৎকৃষ্ট নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রভুকে অনুচরগণ সহ সেই প্রাসাদে লইয়া গেলেন; এবং তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত দশজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রভু নন্দকুমারের সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর তথায় পাঁচদিন অতিবাহিত করিয়া বৈশাখী শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে সপত্নীক যুগল মন্ত্র প্রদান করিলেন। মহা সমারোহে দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ অকাতরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দীন দরিদ্রগণকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। তাহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে মহারাজের প্রশংসা গানও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

প্রভু রাজদম্পতির অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আরও কিয়দ্দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া মালিহাটীর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ প্রভুকে বহু ধন, বস্ত্রও ভূষণাদি প্রদান করিয়া কতিপয় লোককে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া ছিলেন।

প্রভু বাটী পৌহুঁছিয়া নন্দকুমারের প্রদত্ত দ্রব্যজাত

জননীকে প্রদান করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। জননীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

ইহার কিছুদিন পরেই গোপালপুর নিবাসী ঈশান চন্দ্র রায়ের কন্যার সহিত রাধামোহন প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির কৃত হইল। মহারাজ নন্দকুমার এই সংবাদ পাইয়া অনুচর গণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং মালিহাটী আগমন করিলেন; এবং নিজে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া মহাড়ম্বরে স্বীয় অভীষ্ট দেবের প্যানিগ্রহণ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। নব বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী রাণী ঠাকুরাণী নামে অভিহিতা হইলেন।

মহারাজ নন্দকুমার মালিহাটীতে ভাল পুষ্করিণী না থাকায় প্রভুর বাটীর পুর্ব্বদিকে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা-ইবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া বাটী গমন করিলেন, এবং তথা হইতে তদ্ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অনেক অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাধামোহন প্রভু ভ্রাতৃগণ ও গ্রামবাসি ভদ্র ব্যক্তি দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে নন্দ-কুমারের অভিলাষানুরূপ পুষ্করিণী খনন করাইলে অনেক জমী নষ্ট হইয়া সাধারণকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তজ্জন্য তিনি সম্ভবমত একটী নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠাকালে তাহার নাম রাধাসাগর রাখিলেন। সাধারণ লোকে তাহাকে দীঘী পুষ্করিণী বলিয়া থাকে।

মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন প্রভুকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তস্করগণ তাহা অপহরণ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে মালিহাটী গ্রামে অনেক বলবান ও সাহসী লোক ছিল বলিয়া তাহারা প্রকাশ্য ভাবে প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে শঙ্কা করিতে লাগিল। রাধামোহন প্রভু অকাতরে অতিথি সেবা করিতেন, যখন যত অতিথি উপস্থিত হউক না কেন, তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনানুরূপ ভোজন করাইতেন। এই কথা শুনিয়া দুর্ব্বৃত্ত তস্করগণ একদিন সায়ংকালে অতিথি বেশে তাহাদিগের অস্ত্র সস্ত্র বৃহৎ বৃহৎ ঝুলিতে রাখিয়া প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইল। প্রভু অতিথি দেখিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন এবং প্রীত হইয়া তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটী বৃহৎ গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস উভয়ে প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অতিথি দিগকে ভোজন করাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। অনন্তর মুখ প্রক্ষালনার্থ তাহাদিগকে পুষ্করিণীর ঘাটে যাইতে আদেশ করা হইল। তাহারা যেমন গাত্রোত্থান করিবে অমনি সকলেরই চক্ষু অন্ধ হইল, আর উঠিতে পারিল না। সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া রহিল।

প্রভু ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ওরূপ ভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন ?" তাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "প্রভু! আমরা নরাধম, পাপিষ্ঠ তস্কর, আপনকার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার মানসে ছদ্মবেশে আসিয়াছি। আহার সমাধা হইবা মাত্র সকলেই একবারে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি, তজ্জন্য উঠিতে পারিতেছি না। এক্ষণে প্রভুর শরণাগত হইলাম, আমাদিগের নিস্তার করুণ, আমরা আপনকার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অদ্যাবধি সমস্ত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিলাম।" প্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হরি হরি বলিয়া চক্ষু উন্মীলন কর, পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইবে।" তস্করগণ প্রভুর আদেশ ক্রমে হরি হরি বলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অন্ধত্ব দূরীভূত ও দৃষ্টিশক্তি পূর্ব্বের ন্যায় হইল। তখন তাহারা মহানন্দে "জয় রাধামোহন প্রভুর জয়" বলিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং আচমনাদি সমাপন ও সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া প্রগাঢ়ভক্তি সহকারে প্রভুর চরণ যুগল বন্দনা পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ক্রমে ক্রমে এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইলে সকলে রাধামোহন প্রভুকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি সকলেরই ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ইহার কতক দিন পরে প্রভুর জননী ঠাকুরাণী ইহলোক

পরিত্যাগ করিলেন। প্রভু আপন পত্নী ও ভ্রাতৃগণকে মাতৃশোকে কাতর দেখিয়া তত্ত্বোপদেশ প্রদানে সকলের শোকাপনোদন করিলেন। তৎপরে মহারাজ নন্দকুমারকে সংবাদ প্রদানার্থ দুই জন লোক পাঠাইলেন, মহারাজ তৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রাদ্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। প্রভু সন্তোষ লাভ করিয়া যথাবিধি আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া মহোৎসবে সম্পন্ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ধামে অস্থি প্রেরণ করিয়া ঈশ্বর জীউর কুঞ্জে সমাধিস্থ করাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জগৎ পূজ্য শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় পাত্র গোস্বামীগণ বৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া লুপ্ততীর্থ সমুদয়ের উদ্ধার সাধন ও তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার ভক্তি শাস্ত্রের প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৌড়দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য একলক্ষ ভক্তিশাস্ত্র প্রদান করেন। অবশিষ্ট দুইলক্ষ ভক্তি শাস্ত্র শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান ছিল। অনন্তর দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আলম-গীর যবন সেনা সহ ব্রজধামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। সেই আশঙ্কায় তৎকালীন জয়পুরেশ্বর মহারাজ জয়সিংহ একলক্ষ ভক্তি শাস্ত্র যমুনা জলে নিক্ষেপ করিয়া, অবশিষ্ট একলক্ষ শ্রীগোবিন্দ দেবের পদ্মাসনের নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন, এবং গোবিন্দ দেবকে লইয়া নিজ রাজধানী জয়পুর নগরে স্থাপিত করিলেন।

যখন পলাসীর দুরন্ত সংগ্রামের পর ইংরেজ রাজা আপনা-দিগের প্রবল প্রতাপ দিগ্দিগন্তে বিস্তার করিতে লাগিলেন; তখন মুসলমান দিগের প্রতাপও কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে মহারাজ জয়সিংহ

গোবিন্দ দেবের পদ্মাসনে প্রোথিত ভক্তি শাস্ত্রাবলী আনাইয়া মহামহোপাধ্যায় তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা স্বকীয়া ও পরকীয়া বিষয়ক বিচার আরম্ভ করাইলেন। তাঁহাদিগের বিচারে স্বকীয়া মতই সর্ব্ববাদী সম্মত ও মুখ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গোস্বামী প্রচারিত পরকীয়া মতের ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। সকলেই স্বকীয়া ভাবে যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে জয়পুর হইতে মথুরা, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সকলেই পরকীয়া মতের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

এই সময় লতা নিবাসী রাসানন্দ দেব, খড়দহ নিবাসী রাঘবেন্দ্র দেব, গয়নাপুর মানদহের পঞ্চানন্দ দেব, সুপুরের আত্মারাম দেব, বীরচন্দ্র পুরের বল্লবীকান্ত দেব, সুদপুরের মদনমোহন দেব, কানাই ডাঙ্গার হৃদয়ানন্দ দেব, শান্তিপুরের গোপাল গোবিন্দ দেব, রায়না নিবাসী কৃষ্ণ কিঙ্কর দেব, বাহাদুর পুরের পঞ্চানন দেব প্রভৃতি গোস্বামীগণ একত্রে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া ছিলেন। ইহাঁরা মথুরা ও বৃন্দাবনস্থ লীলাস্থান সকল দর্শন এবং দ্বাদশবন পরিক্রমা করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হইলে মহারাজ জয়সিংহ তাঁহাদিগকে স্বীয় সভায় ডাকিয়া কহিলেন, "আপনারা স্বকীয়া মতে যাপন করুন, আমি পণ্ডিতগণ দ্বারা বহুবিধ ভক্তি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করাইয়া স্বকীয়া মতই

প্রধান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যদি এই মত গ্রহণে আপনাদিগের বাঞ্ছা না থাকে তবে আমার সভা পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন, নতুবা এই স্বকীয়া পত্রে দস্তখত করিয়া দিউন।" তাঁহারা সকলে বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বকীয়া পত্রে স্বীকার করিয়া দিয়া কহিলেন, "গৌড়দেশ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদধিকৃত স্থান। তথায় অনেক ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞ গোস্বামী, লব্ধ প্রতিষ্ঠ মহান্ত ও খ্যাতি-নামা মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহারা সকলেই পরকীয়া মতাবলম্বী, যদি তাঁহাদিগের সহিত বিচার হইয়া স্বকীয়া মত মুখ্য বলিয়া মীমাংসিত হয় এবং তাঁহারা সকলে এই স্বকীয়া পত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে আমাদিগেরও এই দস্তখত স্থিরতর থাকিবে।"

মহারাজ জয়পুরেশ্বর এই কথায় সম্মত হইয়া আপনার সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে অনেক চোপদারের সহিত গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী গণের সহিত কাশীও প্রয়াগ গিয়া তত্রত্য সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণকে তুমুল বিচারে পরাজয় করতঃ সকলের নিকট স্বকীয়া পত্রে স্বাক্ষর স্বরূপ বিজয় পত্র লিখিয়া লইলেন। তদন্তর উৎকল দেশ জয় করিয়া লতা, খড়বহ, মাড়ো, বীরচন্দ্র-পুর, সুদপুর; কানাই ডাঙ্গা, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রভৃতি

প্রধান প্রধান স্থান নিবাসী গোস্বামী, মহান্ত, পণ্ডিতবর্গকে বিচারে অপ্রতিভ করিয়া স্বকীয়া পত্রে দস্তখত করাইয়া লইলেন। পরে শ্রীপাঠ খণ্ডে আসিয়া তত্রত্য সরকার ঠাকুরের বংশ সম্ভূত গোস্বামী দিগকে স্বকীয়া মত গ্রহণ করিতে বলিলে তাঁহারা কহিলেন, "আমরা পুরুষানুক্রমে পরকীয়া মতাবলম্বী, হঠাৎ স্বকীয়া মতে যাজন বা স্বকীয়া পত্রে স্বাক্ষর করিব না। তবে যদি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশ তিলক শ্রীরাধামোহন প্রভুর সহিত বিচারে যে মত মুখ্য বলিয়া প্রমানীকৃত হইবে আমরা সেই মতই গ্রহণ করিব।" কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া সকলের সঙ্গে যাজিগ্রাম আগমন করিলেন, তথায় শুনিলেন রাধামোহন ঠাকুর মালিহাটী গ্রামে বাস করিতেছেন, যাহা হউক দিগ্বিজয়ী আর মালিহাটী না যাইয়া ভাগীরথী পার হইয়া একবারে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। এবং অত্রত্য নবাব জাফর খাঁর দরবারে গিয়া দরখাস্ত দিলেন, "যে আমি মহারাজ জয়পুরেশ্বরের সভাপণ্ডিত, আমার নাম কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, আমি মহারাজ জয়সিংহের আদেশানুসারে গোস্বামী প্রনীত বহু শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়া স্বকীয়াও পরকীয়া মতের মধ্যে স্বকীয়া মতই মুখ্য বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছি। এবং জয়পুর হইতে উৎকল ও গৌড়দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী ও মহামহোপাধ্যায় গোস্বামী

মাহাত্মগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বকীয় পত্রে স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছি। এবং প্রায় সকলকেই স্বকীয় মত গ্রহণ ও করাইয়াছি। এক্ষণে সম্প্রতি এই মুর্শীদাবাদে উপস্থিত হইয়াছি, এখানে যদি কেহ পণ্ডিত আছেন তবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার প্রবর্ত্তিত মতের খণ্ডন করুন অথবা আমাকে বিজয় পত্র লিখিয়া দেন।"

দিগ্বিজয়ীর তেজস্বিতা ও আত্মশ্লাঘা পূর্ণ বচনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। নবাব বাহাদুর কহিলেন, "বিচারে যে মতের প্রাধান্য ও সারকতা প্রতিপাদিত হইবে, সেই মতই অভ্রান্ত ও সকলের গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, আপনি কিয়দ্দিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি গৌড় দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে সমবেত করাইতেছি।" দিগ্বিজয়ী যে "আজ্ঞে খোদাবন্দ" বলিয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহাদিগের সকলকেই যথাযোগ্য বাসগৃহ ও আহারীয় প্রদান করিলেন।

তৎপর দিন নবাবের সভাপণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রী ও অন্যান্য স্থানীয় পণ্ডিত ও গোস্বামী গণের সহিত দিগ্বিজয়ীর বিচার হইল কিন্তু সকলেই পরাস্ত হইলেন। এইরূপে দিন দিন চতুর্দ্দিকস্থ খ্যাতি নামা বিদ্বজ্জনগণ ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশে বিচার

আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যের নিকট প্রজ্জ্বলিত অনল শিখার সমীপস্থ খদ্যোতিকার আলোকের ন্যায় নিষ্প্রভ হয়; সকলেই নিশ্চয় করিলেন কণ্ঠদেশে বাগ্দেবী যেন বিরাজ করিতেছেন।

নবাব জাফর খাঁ চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া নবদ্বীপের কৃষ্ণ-রাম ভট্টাচার্য্য, উৎকলের রামজয় বিদ্যালঙ্কার, সুবর্ণ গ্রামের রাম রাম বিদ্যাভূষণ এবং কাশী নিবাসী হরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বর্গকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিচার করাইলেন। তিন দিবস বিচারের পর দিগ্বিজয়ী মহাশয়ই জয়লাভ করিলেন, কেহই তৎপ্রবর্ত্তিত মতের খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে নবাব জাফর খাঁ মহারাজ নন্দকুমারকে সভামধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "দেওয়ানজী, শুনিয়াছি তোমার গুরুও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং একজন সিদ্ধাপীর, অতএব তাঁহাকে একবার এখানে আনাইয়া আগন্তুক পণ্ডিতের সহিত বিচার করাও।" তাঁহার কথায়ায় হিন্দু মাত্রেই সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন, নন্দ কুমার কি করিবেন, নবাব সাহেবের হুকুম, অগত্যা তাঁহাকে তাহাই করিতে বাধ্য হইতে হইল।

তৎপর দিন প্রত্যুষে মহারাজ নন্দকুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া চারিজন লোককে প্রচুর

নিকট পাঠাইলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা ক্রমে উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া প্রদোষ কালে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল। প্রভু তখন একাকী উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে ছিলেন, মুহুর্মুহুঃ প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া হরিচন্দন চর্চ্চিত বিশাল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে ছিল; ক্ষণে ক্ষণে কদম্ব কুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইতে ছিল। আগন্তুকগণকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাদের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রনাম পূর্ব্বক কহিল, "প্রভো, আমরা মহারাজ নন্দ-কুমারের কিঙ্কর, তাঁহার কোন সংবাদ লইয়া প্রভুর সমীপে আসিয়াছি" এই বলিয়া রাজলিপি তদীয় চরণোপান্তে নিক্ষেপ করিল। প্রভু স্বীয় পরিচারক ব্রাহ্মণকে তাহাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে অনুমতি করিয়া নন্দকুমারের পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার নিলাভ নয়ন যুগল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। হরি মন্দির তিলক শোভিত ললাট ফলকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল দৃষ্ট হইল; পরক্ষণেই মর্ম্মাহতের ন্যায় দীর্ঘোচ্ছ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফোচ্চ স্বরে কহিলেন, "দিগ্‌বিজয়ী সুপণ্ডিত হইলেও কৃষ্ণ ভক্তি বর্জ্জিত সুতরাং ব্রজ ভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম কি রূপে বুঝিবেন, যাহা ব্রাহ্মণাদি দেবগণেরও অবোধনীয়।"

এই বলিয়া প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, তখন সাংকাল

অতীত প্রায়, তজ্জন্য তৎকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া নন্দ কুমারের প্রেরিত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করিলেন। দেখিলেন তাহারা তখন আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, তাহার পর প্রভু তথা হইতে ফিরিয়া গিয়া একাকী বহির্বাটীতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। প্রভুকে লইয়া যাইবার জন্য নন্দকুমার লোক পাঠাইয়াছেন, তিনি কল্য প্রত্যূষে মুর্শীদাবাদ যাত্রা করিবেন, এই কথা গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইলে গ্রামস্থ ভদ্র লোকগণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রভুর সমীপে আগমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগের মনোগত ভাব শ্রবণ করিয়া নন্দকুমারের পত্রের সমুদয় মর্ম্ম তাঁহাদিগকে অবগত করাইলেন। শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং অনেকেই প্রভুর সঙ্গে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। প্রভুও সন্তোষের সহিত তাঁহাদিগকে সঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং আহারাদি সমাপন করিয়া এক নিভৃত গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন।

নন্দকুমারের পত্র প্রাপ্তি অবধি রাধামোহন প্রভু মনে মনে তৎসম্বন্ধীয় বিষয় আন্দোলন করিতেছিলেন, সুতরাং সে রাত্রি তাঁহার সুষুপ্তি হইল না। প্রায় রাত্রি শেষের সময় কিঞ্চিৎ নিদ্রার আবির্ভাব হইয়াছে, এমন সময়ে শ্রীনিবাস প্রভু তাঁহাকে স্বপ্নচ্ছলে কহিলেন, "রাধামোহন! তুমি আমার

কুলতিলক, তোমার জন্ম গ্রহণে আমার বংশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পূর্ব্বেই আমি তোমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছি, তোমার প্রতি রাধাকৃষ্ণেরও সম্পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে; তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ আমার শক্তি প্রভাবে তোমাকে কোন পণ্ডিত বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেনা, ভক্তি হীন দিগ্বিজয়ী জিগীষা পরতন্ত্র হইয়া প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম লোপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে; শীঘ্র যাও, দিগ্বিজয়ীকে সভামধ্যে অপ্রতিভ করিয়া ব্রজের বিশুদ্ধ পরকীয়া সংস্থাপন কর, তোমার নির্ম্মল যশঃ পতাকা ভারত মধ্যে চিরকাল উড্ডীন থাকিবে। এই বলিয়া আচার্য্য প্রভু বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন।

রাধামোহন প্রভুরও নিদ্রাভঙ্গ হইল, মনে মনে শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরণ কমলে প্রনাম করিলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রাত্রি অবসান হইয়াছে, তখন কালিন্দী দাস ও পরাণ দাসকে কহিলেন, 'তোমরা প্রস্তুত হও এবং গ্রামস্থ যাঁহারা যাইতে উৎসুক হইয়াছেন তাঁহা-দিগকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে বল।'

তাঁহারা উভয়ে "যে আজ্ঞা" বলিয়া গাত্রোত্থান ও প্রস্থান করিলেন। প্রভুও প্রাতঃকালীন ক্রিয়া কলাপ সমাধান করিয়া 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দে-খিলেন গ্রাম বাসী ভদ্র লোকগণ অনেকেই যাইবার জন্য প্রস্তুত

হইয়া আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তখন প্রভুও আর বিলম্ব না করিয়া কালিন্দী, দাস পরাণ দাস ও অন্যান্য সকলের সহিত পদ ব্রজেই যাত্রা করিলেন। বেলা চারিদণ্ডের সময় শক্তিপুর পৌহুঁছিয়া দেখিলেন, নন্দকুমার একখানি উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ তরণী শক্তিপুরের ঘাট পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন, তদ্দর্শনে প্রভু প্রীত হইয়া সকলের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন, তরণী দ্রুত বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা মুর্শীদাবাদের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তীরে নৌকা লাগান হইলে দুই জন লোক মহারাজ নন্দ কুমারকে প্রভুর শুভাগমন সংবাদ দিবার জন্য সত্বরে গমন করিল।

নন্দকুমার একাকী নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় অভীষ্ট দেবেরই অনুধ্যান করিতে ছিলেন। স্তিমিত লোচনে তদীয় সৌম্য ও দয়ার্দ্র মূর্ত্তির চিন্তা করিতে ছিলেন। তাঁহার শুভাগমন হইবে কিনা, তদ্বিষয়িনী উৎকণ্ঠায় সংশয়িত চিত্তে বসিয়া ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ লোক মুখে প্রভুর শুভাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে অধীর হইলেন। সত্বরে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপাদ বিক্ষেপে প্রভু পাদপদ্ম দর্শনে গমন করিলেন, ভৃত্য বর্গও তদীয় অনুগামী হইল। রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া চলিল, সকলে গঙ্গা তীরে

উপনীত হইয়া দেখিলেন, প্রভু সঙ্গীগণ সহ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গা তীরস্থ এক ন্যগ্রোধ তরু মূলে দণ্ডায়-মান রহিয়াছেন ; দেহপ্রভা সন্ধ্যা কালীন মলিনিমা বিদূরিত করিতেছে, মহারাজ অদূরে দিব্য লাবণ্য পরি শোভিত নিজ প্রভুকে অবলোকন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

প্রভু নিজ প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া তাড়া তাড়ি নিকটে গমন করিলেন এবং মস্তকে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া গাত্রোত্থান করিতে বলিলেন। নন্দকুমার উত্থান পূর্ব্বক প্রভুর শুভাগমনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "আবাসে চল, এখানে আর কাল বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন।" নন্দকুমার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রভুকে অগ্রসর হইতে বলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গিগণকেও যথোচিত সমাদর পুরঃসর আমন্ত্রণ করিয়া সকলে এক সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে নবাব দরবার হইতে বারত্রয় তোপধ্বনি হইল। তাহাতে পুর বাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বাসী সকলেই জানিলেন প্রভুর শুভাগমন হইয়াছে। যাহাহউক মহারাজ নন্দকুমার সকলকে বাটী লইয়া গিয়া পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং অনুচরগণকে সকলের উচিত মত পরিচর্য্যার ভার প্রদান করিলেন। সকলেই বিশিষ্ট রূপ সৎকৃত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে

স্ব নির্দ্ধারিত গৃহে বিশ্রাম সুখ সেবায় রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাচীদিগ্বধু ললাটে বালার্ক সিন্দুর বিন্দু ধারণ করিয়া সকলের দৃষ্টি পথে পতিত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্যই যেন প্রকৃতি সতী তরু পল্লব বৃন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক মৃদুল পবন প্রবাহচ্ছলে বীজন করিতে লাগিলেন; বায়স, কোকিল, কোক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ যেন বৈতালিকের ন্যায় কাকলী স্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কমল, কহ্লার, সেফালিকা প্রভৃতি কুসুম নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া যেন তাঁহার পূজা করিতে প্রস্তুত হইল। রাধামোহন প্রভু ও তদীয় সঙ্গিগণ গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিচারের জন্য যে গৃহটী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, মহারাজ নন্দকুমারের আজ্ঞানুসারে তদীয় অনুচর বর্গ যত্ন পূর্ব্বক রাত্রি মধ্যে তাহা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহটী অতিশয় সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ। তন্মধ্যে বিবিধ বর্ণ চিত্রিত একখানি সুবৃহৎ গালিচা প্রসারিত হইয়া গৃহতল আচ্ছাদন করিয়াছে; তদুপরি দিগ্বিজয়ীর আসন ও তাহার ঠিক সম্মুখ ভাগেই রাধামোহন প্রভুর জন্য একখানি উৎকৃষ্ট কার্পেটের আসন পতিত রহিয়াছে। প্রভাত হইলে বিচার শ্রবণ মানসে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও

পণ্ডিত মণ্ডলী উৎসাহের সহিত আগমন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতেও কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেই সমবেত হইতে লাগিলেন। ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ প্রাতঃ স্নান ও তিলক ধারণ করিয়া হরিনামের মালা হস্তে দ্রুত বেগে আসিতে লাগিলেন। কি আহুত কি অনাহুত সকলেই বসিবার স্থান অধিকার বাসনায় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন, এই রূপে গৃহটী ক্রমে জন পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহের বহির্ভাগ ও লোকে লোকারণ্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দিগ্বিজয়ী আসিয়া স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সকলেই রাধামোহন প্রভু কখন আসিবেন বলিয়া ঘন ঘন পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হটাৎ তোপধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে চোপ-দারগণ শ্রেণী বদ্ধ হইয়া প্রাঙ্গনের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন সকলেই প্রভুর শুভাগমন হইতেছে নিশ্চয় করিয়া অনিমিষ লোচনে তাকাইয়া রহিল। এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রশান্ত মুর্ত্তি গৌরবর্ণ রাধামোহন প্রভু কৌষেয় বসন পরিধান ও কৌষেয় উত্তরিয় ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদ বিক্ষেপে সাধারনের দৃষ্টি পথের পথিক হইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই সকলে মুক্ত কণ্ঠে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। এবং তদীয় চরণোপান্তে আপন

আপন মস্তক অবনত করিতে লাগিল। প্রভু দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমনি সভাস্থ সকলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, প্রভু সকলকে বসিতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ও উভয় পার্শ্বে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

রাধামোহন প্রভু দিগ্বিজয়ীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনিই বৃন্দাবনের পরকীয়া-ভাব স্বীকার না করিয়া স্বকীয়া ভাব স্থাপন করিয়া ছেন। ভবাদৃশ সুপণ্ডিতের কর্ত্তব্য হয় নাই। বরং এ বিষয়ে আপনার অপাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইতেছে। যাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ অথচ অযৌক্তিক তাহা সংস্থাপন করিয়া সাধারণের মনে ভ্রান্তি জন্মান অতীব অন্যায়। পূর্ব্বীয় মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত। এই পথে গমন না করিলে বিপথগামী হইতে হইবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন——

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

উজ্জ্বল নিলমণি গ্রন্থে পরকীয়ার লক্ষণ করিয়াছেন যে ঃ—

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণঃ।
ধর্ম্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তিতাঃ"॥

তথায় স্বকীয়ার লক্ষণ এই——

"করগ্রাহ বিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশ তৎপরঃ।
পতিব্রত্যাদবিচনাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ"॥

এ সমস্ত বিষয় নিরপক্ষভাবে জিগীষার বশীভূত না হইয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চিত বোধ হইবে যে ব্রজভাব পরকীয়া স্বকীয়া নহে।

এই প্রকার কথোপকথন স্থলে বিষম তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল, উভয়েই বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া স্বমত সংস্থাপন ও অন্যদীয় মতের খণ্ডন করিতে লাগিলেন। অবিশ্রান্ত বাদানুবাদ শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইলেন, স্নান আহার করিতে হইবে বলিয়া কাহারও মনে হইল না। তাঁহারা একাগ্র চিত্তে রাধামোহন প্রভুর শ্রীমুখ বিনির্গত বচন সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া রহিলেন। অনন্তর যখন দিবাকর অস্তাচল চুড়াবলম্বী হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীনিবাস কুল-পঙ্কজ, রবি, পণ্ডিত গর্ব্ব খর্ব্ব কারী প্রভু রাধামোহন দিগ্বিজয়ীকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়া ব্রজের পবিত্র পরকীয়া ভাব স্থাপন করিলেন। অমনি ভক্তবৃন্দ মহানন্দে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। ধন্য ধন্য জয় রাধামোহন

প্রভুর জয় এই বাক্যে প্রসাদ।: মধ্যেভাগ] প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাধামোহন প্রভুও সঙ্গিগণ সহ নন্দকুমারের বাসায় আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মহতী সভারভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাজিত হইয়া রাধামোহন প্রভুর নিকট শিষ্য হইলেন এবং পরকীয়া ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার সহিত ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরি বংশ প্রভৃতি যে যে ভাগবত শাস্ত্রে এবং গোস্বামী প্রণীত যেঁ সকল ভক্তি শাস্ত্রে বিচার হইয়াছিল; সেই সেই শাস্ত্র সঙ্গে লইয়া নিজের সঙ্গী মহারাজ জয়সিংহ প্রেরিত চোপদারের সহিত জয়পুর যাত্রা করিলেন, এবং যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া মহারাজ জয়পুরাধিপতির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া "পরকীয়া মতই মুখ্য" এবং পরকীয়া মতে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করাই গোস্বামীদিগের একমাত্র অভিপ্রেত, এই বিষয় তাঁহাকে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তদবধি জয়পুর, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই পুনর্ব্বার পরকীয়া ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, সকলেই পরকীয়ামতের উপাসক হইয়া উঠিলেন।

রাধামোহন প্রভু দিগ্বিজয়ীকে বিচারে পরাজিত করিয়া ব্রজের বিশুদ্ধ পরকীয়া ভাব সংস্থাপন করিয়াছেন এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত

হইতে লাগিল। সুতরাং একথা নবাব মীরজাফরের কর্ণ গোচর হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহার সন্তোষের এই কারণ যে একজন বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া আমার অধিকৃত মুর্শীদাবাদ নগরের সমস্ত হিন্দু পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত ও অপ্রতিভ করিয়া ফেলিল; এখানে তাহার সমকক্ষ পণ্ডিত কেহই নাই এই কারনেই আপাততঃ তিনি অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া ছিলেন কিন্তু যখন শুনিলেন তাঁহারই দেওয়ান নন্দকুমারের গুরুদেব রাধামোহন প্রভুদিগ্বিজয়ীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া অস্মদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; তখন তাঁহার অহ্লাদের সীমা থাকিল না। এই সময় হইতেই রাধামোহন প্রভু গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। যাহাহউক রাধামোহন গোস্বামীকে দেখিবার নিমিত্ত নবাব বাহাদুরের একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিল।

এক দিন নবাব বাহাদুর সিংহাসনে বার দিয়া বসিয়াছেন; বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার নবাব; দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; সুতরাং পরিচ্ছদাদি ঘটার সীমা নাই চতুর্দ্দিকে আমীর, উমরাহ, উজীর, নাজীর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রহরিগণ নিষ্কোসিত অসি ধারণ করিয়া দরবারের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, অসংখ্য লোকের সমাগম, এমন সময়ে দেওয়ান নন্দকুমার

উপস্থিত হইলেন; নবাব বাহাদুর তাঁহাকে দেখিয়াই হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন, "দেওয়ানজী! তোমার গুরুজি এখানে আছেনত? নন্দকুমার সম্ভ্রমভাবে কহিলেন, "হাঁ খোদাবন্দ! তিনি আমার আবাসে আছেন, আগামী কল্যই বাটী গমন করিবেন"।

নবাব বাহাদুর কহিলেন, "তিনি মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করিয়া সকল দেশে মহদযশোলাভ করিলেন; তজ্জন্যই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে, অতএব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করাও; আমি আশা করি কখনই তিনি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিবেন না।"

নন্দকুমার অগত্যা "যে আজ্ঞা হুজুর" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নবাবের মনোগত ভাব বিজ্ঞাপন পুর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাধামোহন প্রভু প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, নন্দকুমার! চিন্তা কি, নবাব দেশের কর্ত্তা ও প্রভু অতএব তাঁহার বাক্য রক্ষা করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; চল এখনই যাইব।" এই বলিয়া প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার সঙ্গিগণও সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন; মহারাজ নন্দকুমার মহানন্দে তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নবাব দরবারে পুনর্গমন করিলেন।

নবাব মীর জাফর খাঁ রাধামোহন প্রভুকে কখন দেখেন নাই, আকস্মিক নন্দকুমারের অগ্রবর্ত্তী প্রভুপাদের স্বর্গীয় লাবণ্য ও তেজস্বিতা দর্শনে নিশ্চয় করিলেন; ইনিই যথার্থ গোস্বামী পদবাচ্য, ইহঁাকে দৃষ্টি মাত্র যখন আমার কঠিন চিত্ত দ্রবীভূত হইল, ইহঁার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইল, তখন নিসন্দেহ বুঝিলাম ইহঁার কোন অমানুষিক ক্ষমতা আছে, যাহাই থাকুক না কেন আমাকে কিঞ্চৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবিয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; অনন্তর রাধামোহন প্রভু নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন, সেখানে প্রভুর জন্য কোন নিদৃষ্ট আসন প্রদত্ত হয় নাই, একাসনে হিন্দু মুসলমান সকলেই উপবিষ্ট। সেই আসনের প্রান্ত ভাগে প্রভুকে বসিতে বলিলেন, রাধামোহন প্রভু স্মিতবিকসিত মুখমণ্ডলে দক্ষিণচরণ উত্তোলন পুর্ব্বক যেমন সেই আসনোপরি বিন্যস্ত করিবার উপক্রম করিবেন; এমন সময়ে আসনের কিয়দংশবিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক আসন রূপে পরিনত হইল। প্রভু হরি হরি বলিয়া সেই পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন; মহারাজ নন্দকুমার তদীয় পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন; এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে জড় প্রায় নিশ্চেষ্ট হইলেন, নবাব বাহাদুর ও সভায় সমবেত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যারপর নাই বিস্ময়া-

স্থিত হইয়া নিশ্চল নেত্রে প্রভুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নবাব মীরজাফর খাঁ জনেক পরিচারকে কহিলেন, কিঞ্চিৎ পল্লান্ন আনিয়া গোস্বামীকে উপঢৌকন দাও। পরিচারক "যে আজ্ঞা খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল; নবাবের এই নিদারুণ জাতিভ্রংশ সূচক আদেশ শ্রবণ মাত্র নন্দকুমার ও অন্যান্য হিন্দু মাত্রেরই সর্ব্বাবয়ব ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অভ্যন্তরিক রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ প্রায় হইল; হস্ত পদাদি প্রত্যঙ্গ সকল অবশ হইয়া পড়িল। সকলেই একবার নবাব বাহাদুরের প্রতি একবার রাধামোহন প্রভুর প্রফুল্ল বদন কমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পরিচারকখোজা সুচিক্কণ রঙ্গিন বস্ত্র খণ্ডাচ্ছাদিত রজত পাত্রে পল্লান্ন লইয়া প্রভুর সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইল। প্রভু কহিলেন, "আবরণ বস্ত্র উন্মোচন কর।" খোজা আজ্ঞা মাত্র বস্ত্র খুলিয়া সমীপ দেশে স্থাপন করিল, তখন সকলে দেখিতে পাইলেন রজত পাত্রটী গোপাল, মল্লিকা, মালতী, যূথী প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধ কুসুম সমূহে পরিপূর্ণ খোজা ত্রস্ত হইয়া পাত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিল; কুসুম সুগন্ধে সভার সর্ব্বস্থান সুবাসিত হইয়া উঠিল। দর্শন মাত্রেই সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, ধন্য প্রভু রাধামোহন ধন্য প্রভু রাধামোহন আপনি প্রত্যক্ষ দেবতা এবম্বিধ প্রশংসা সূচক বাক্যে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

নন্দকুমার আশ্চর্য্যান্বিত ও অবাক হইয়া প্রভু পাদরজ বারম্বার মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। নবাব বাহাদুরও অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে ক্ষণকাল বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর সভামধ্যে রাধামোহন প্রভুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, আপনকার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম, যদিচ আপনার নিকট আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে। প্রসন্ন হইয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আপনাকে উপহার দিবার বাসনা করিতেছি" তদ্বিষয়ে আপনার মত কি ?"

রাধামোহন প্রভু কহিলেন, "কি উপহার দিবেন বলুন ?" নবাব কহিলেন, "যথেষ্ট ভূমি সম্পত্তি যে পরিমাণ আপনার ইচ্ছা হইবে তাহাই এখনই প্রদান করিতেছি।" এ কথায় প্রভুর স্বাভাবিক সহাস্য বদন বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। তিনি নবাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনি দেশের সুবাদার আপনার সমস্তই দিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বিষয়ে আমার অনুমাত্রও স্পৃহা নাই। বিষয় বিষবৎ পরিত্যজ্য। বিষয়ী ব্যক্তিরা ইষ্ট চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না অথবা বিষয় মদে মত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। জীবন কমল দলগত জলের ন্যায় চঞ্চল। অতএব ক্ষণ স্থায়ী আত্ম সুখের জন্য অনর্থকর বিষয় লইয়া

কি করিব। তবে আপনকার নিকট আমি এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে ও আমার বংশাবলীর জন্য ভাবুক মাহালের সনন্দ প্রদান করুন। বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যায় যত বৈষ্ণব বাস করে; তাহারা যেন আমাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে, আমরা ভিন্ন অন্য কেহ যেন তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে, সেই ভাবুক মাহাল হইতে যে আয় হইবে তাহা অতিথি সেবায় ব্যয়িত করিব"। নবাব বাহাদুর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ইহা অতি সামান্য প্রার্থনা; যদি ইহাই আপনার মনোমত হইয়া থাকে তবে এখনই তাহা প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভাবুক মাহালের সনন্দ লেখাইয়া তাহাতে আপন পঞ্জা চিহ্নিত করিয়া দিলেন। রাধামোহন প্রভু উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষের সহিত নবাবের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কালিন্দী দাস মহারাজ নন্দকুমারকে গোপনে কহিলেন, "প্রভু কিছু মাত্র ভূমি সম্পত্তি করিলেন না; তাঁহার ব্যয় বাহুল্য, যাহা আয় হয় তাহা অতিথি সেবাতেও সংকুলান হয় না। অতএব কি রূপে সাংসারিক সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হইবে তদ্বিষয়ে প্রভু দৃকপাতও করিলেন না। অতএব

আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দূরদেশে প্রভুর নামে কিছু সম্পত্তি অর্পন করুন। তাহা হইলে প্রভু তৎসম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিতে পারিবেন না"। নন্দকুমার সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন, "উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়াছ, ইহাতে আমারও সম্পূর্ণ মত বটে, মেদিনীপুর অতি দূর দেশ, সেই জেলার স্থানে স্থানে হাজার বিঘা নিষ্কর জমী প্রভুর নামে প্রদান করিব"। এই স্থির করিয়া বাটী গিয়া গোপনে নবাব বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত সনন্দ লেখাইয়া কালিন্দী দাসের হস্তে দিলেন। কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস উভয়ে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

রাধামোহন প্রভু আরও দুই দিবস প্রিয়শিষ্যের আলয়ে অবস্থিতি করিয়া তৃতীয় দিন প্রত্যুষে সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহনে যাত্রা করিলেন। নন্দকুমার প্রণামী স্বরূপ অনেক অর্থ কালিন্দী দাসকে দিয়া নিজের দুই জন ভৃত্যকেও তৎসঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। সায়ংকালে নৌকা শক্তিপুরে পৌছিলে প্রভু তত্রত্য জনেক বৈষ্ণব শিষ্যালয়ে সকলের সহিত সে রাত্রি যাপন করিয়া তৎপরদিন সকালে বাটী উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসিগণ ইতিপূর্ব্বে দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুর

শ্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাধামোহন প্রভুকয়েক দিন বাটীতে থাকিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শনার্থ শিষ্যদ্বয় সঙ্গে বীরচন্দ্রপুর যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজহাট সিউলী গ্রামে উপস্থিত হইলে তত্রত্য জমীদারেরা অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং যথাযোগ্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সকল দেশেই রাধামোহন প্রভুর নাম কাহারও অবিদিত ছিলনা; অধিকন্তু দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করায় সকলে তাঁহাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত চুড়ামণি ও অলৌকিক ক্ষমতা শালী বলিয়া জানিয়া ছিলেন। রাজহাট সিউলির জমিদারেরা শক্তি মন্ত্র উপাসক ছিলেন, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক বিষ্ণু ভক্তির উদয় হইল এবং রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ জন্মিল। তজ্জন্য তাঁহারা প্রভুর নিকট গিয়া আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রভুও তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

পরদিন শুভক্ষণে রাধামোহন প্রভু তাঁহাদিগকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সাধ্যসাধন তত্ত্বের উপদেশ দিলেন। তাঁহারা প্রভুকে অভীষ্ট দেব প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে

কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর অতিথি সেবার ও দেব সেবার জন্য ভাঁড়োয়া গ্রামে পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর জমী প্রদান করিলেন।

অনন্তর প্রভু বীরচন্দ্রপুরে উপস্থিত হইয়া বঙ্কিম রায় দর্শন করিলেন এবং একে একে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান ও লীলাস্থান সকল দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। তত্রত্য নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামিগণ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং অনুরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে কিছু দিন তথায় রাখিয়া তাঁহার শ্রীমুখে রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক প্রণীত গীতাবলী শ্রবণ ও শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর প্রভু তথা হইতে বিদায় লইয়া বাটী প্রত্যাগমণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিয়দ্দিন পরে উদ্ধব দাস ও গোকুলানন্দ দাস, প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। উদ্ধবদাস রাস, দোল, ঝুলন-যাত্রার পদাবলীর রচয়িতা এবং গোকুলানন্দদাস পদকল্প তরুর সংগ্রহীতা; ইহঁার অপর নাম বৈষ্ণব চরণ দাস। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক, ইহঁারা ইতিপূর্বেই প্রভুর নিকট যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা চরণ দর্শন মানসে আগমণ করিয়া গুরুদেবের সংসর্গ সুখে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধমোহন প্রভু উদ্ধব দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদ্ধব! তোমার কি নবদ্বীপ ধামে দর্শন হইয়াছে?" উদ্ধব দাস কহিলেন, "প্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদে আমি তিন বার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, অম্বিকা প্রভৃতি সমস্ত পাট দর্শন করিয়াছি।" প্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভাল আমার একবার শ্রীধাম দর্শনের অভিলাষ হইয়াছে, তোমরা উভয়েই আমার সঙ্গে চল।" উদ্ধব ও গোকুলানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? তবে প্রভো আর কাল বিলম্ব করিবেন

না, ফাল্গুনী পূর্ণিমা আগত প্রায়, সেই দিন মহাপ্রভুর জন্ম উপলক্ষে মহা মহোৎসব হইবে।”

প্রভু কহিলেন, “বিলম্ব কি? আগামীকল্যই যাত্রা করিব।” অনন্তর কালিন্দীদাস ও পরাণদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমরা তৃতীয় দিবসে নবাবের সনন্দ লইয়া ভাবুক মাহাল দখল করিবার জন্য পূর্ব্ব উত্তর দেশে গমন কর। যাহাতে ভাবুক মাহাল আমাদের অধিকৃত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবা, বোধ হয় নবাবের সনন্দ দেখাইলে তদ্দেশীয় রাজগণ ইহাতে নিশ্চয় সাহায্য করিবেন।”

কালিন্দীদাস কহিলেন “প্রভু চিন্তা করিবেন না, আমাদের কোন বিষয় ত্রুটি হইবে না, এ বিষয়ে আমাদেরই অনেক দিন হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এতদিন প্রভুর অনুমতি হয় নাই বলিয়া যাইতে পারি নাই, পরন্তু: উত্তম দিন হইয়াছে আমরা ঐ দিনে প্রত্যূষে যাত্রা করিব।”

প্রভু শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, “আমার সমস্ত ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত আছে, যখন যাহা করিতে হইবে স্বাধীন ভাবে করিবা, আমার অনুমতির অপেক্ষা করিবা না।” এ কথায় কালিন্দীদাস ও পরাণদাসের আহ্লাদের সীমা রহিল না, হাসিতে হাসিতে কহিলেন; “প্রভুর এইরূপ অনুগ্রহ চির দিন থাকিলে চরিতার্থ লাভ করিব।” যাহাহউক

কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইলে সকলে ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিলেন। প্রভাত হইলে রাধামোহন প্রভু উদ্ধব দাস ও গোকুলানন্দ দাসকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ ধাম যাত্রা করিলেন। সে দিন কণ্টক নগরে উপস্থিত হইয়া দাস গদাধরের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দেবকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। বিশাল নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীরবংশীয় শ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তদীয় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন।

রাধামোহন প্রভুও তদীয় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইয়া শিষ্যদয় সঙ্গে তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন।

তথায় মহাপ্রভুর প্রসাদ ভক্ষণ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সায়ংকাল আগত হইলে গৌরাঙ্গ দেবের আরাত্রিক দর্শনার্থ তৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সে দিন প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, নাট্য মন্দির ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমস্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আরাত্রিক সমাধা হইলে রাধামোহন প্রভু উদ্ধব ও

গোকুলানন্দকে লইয়া কোকিল বিনিন্দিত স্বরে গৌরাঙ্গ গুনগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গীত।

দেখ দেখ গৌর বর গুণ ধাম।
যো রূপ লাবনীয় দেহ সুগঠনি দেখি ঝুরে কোটী কাম॥
সোই ভাব ভরে, ক্ষীণ দীশই, পরম দুবর দেহ।
তবহুঁ দীপতি, উজোর ঐছন যৈছন চাঁদ কি রেহ॥
শ্যামনব রস, করত কীর্ত্তন, স্মরই ও নব রূপ।
তেহি অহর্নিশি, ভ্রমই দশ দিশি’ স্নাত নব রস কুপ॥
ঐছে নিতি নিতি, বিহর দ্বিজপতি, জাস্ত পূরবক প্রেম
রাধামোহন চিতহুঁ অনুমান, ও রূপ জগজনেক্ষেম।

রাধামোহন প্রভুর ও তদীয় শিষ্যদ্বয়ের স্বর লালিত্যে ও তানলয় মিশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিমোহিত হইল। প্রভুর চরণ রজ লইয়া সকলেই সর্ব্বাঙ্গে প্রোক্ষণ করিতে লাগিল। অগণ্য নরকণ্ঠ হইতে চতুর্দ্দিকে হরি হরি ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ গান করিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলেন। শ্যামানন্দ ঠাকুর তাহা দিগকে সঙ্গে লইয়া বাটী গমন করিলেন। গীতাবসানে শ্রোতৃবৃন্দ “আহা কি মধুর স্বর! কি অমৃত স্রাবী সঙ্গীত। এমন

কর্ণ রসায়ন গৌরাঙ্গ গুণ কীর্ত্তন ত কখন শ্রবণ করি নাই।” এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। সে রাত্রি তথায় রাধামোহন প্রভু পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া তৎ পরদিন যাজিগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। সেখানে দিন ত্রয় যাপন করিয়া প্রভাতে শিষ্যদ্বয় সঙ্গে শ্রীখণ্ড গমন করিলেন। তত্রত্য সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বংশীয়গণ যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে সে দিন তথায় থাকিবার জন্য বিশেষ রূপ উপরোধ করিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগের উপরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তথায় থাকিতে সম্মত হইলেন।

ঠাকুর মহাশয়েরা প্রভুর যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ দেবের সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক সমাধা করিয়া তাঁহাকে নিজকৃত সঙ্কীর্ত্তন গান করিবার জন্য উপরোধ করিতে লাগিলেন প্রভুও সন্তুষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গ গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

গীত।

কাহে পুন গৌর কিশোর। জাগত যামিনী,
জনু ব্রজ কামিনী, নব নব ভাবে বিভোর।
কাঞ্চন বরণ, ভেল পুন বিবরণ, গদগদ হরি হরি

বোল। মুখ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে মনমথ
মথন হিলোল। স্তম্ভ কম্প অরু অঙ্গে পুলক
ভরু, উতপত সকল শরীর। ঘন ঘন শ্বাস
বহত লুটত মহী নয়নহি বহ ঘন নীর। ঐছন
ভাতি, করত কত বিতরণ, প্রেম রতন বর
দীনে। আপন করম দোষে, ও ধনে বঞ্চিত।
রাধামোহন দাস দীনে।

গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। তৎপরে প্রভু রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। শ্রবণ মাত্র সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। সকলের নেত্র হইতে প্রেম ধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রভু দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া ও সকলকে প্রেমানন্দ স্রোতে ভাষাইয়া বিরত হইলেন। তখন শ্রোতৃগণ প্রভু পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর প্রভু শিষ্যদ্বয় সহ গৌরাঙ্গের রাত্রি কালীন প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

রাত্রি অবসান হইলে তাঁহারা সকলের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস প্রভুর জন্মস্থান চাখুন্দী গ্রামে গমন করিলেন। তথায় একদিন অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রত্যুষে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে, নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া "হা গৌরাঙ্গ,

হা প্রাণ গৌরাঙ্গ" বলিয়া পথে যাইতেছেন। এমন সময়ে শ্রীবাসের ঠাকুর বাটীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষ্ণদাস মিশ্র নামক জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কৃষ্ণ-দাস মিশ্র পথিমধ্যে স্বর্গীয় কান্তি পরিপূরিত, সৌম্য মূর্ত্তি গৌরাঙ্গ প্রেমময় তনু রাধামোহন প্রভুকে সহসা পথি-মধ্যে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে মালিহাটীর রাধামোহন প্রভু।

ইতি পূর্ব্বে তিনি যে অন্তের অখণ্ডনীয় দিগ্বিজয়ীর স্বকীয়া ভাব সম্বন্ধীয় মত খণ্ডন পূর্ব্বক পরকীয়া ভাব স্থাপন করিয়া ছিলেন; তদ্বিষয় ও তদীয় অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা সকল সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং মিশ্র মহাশয় হটাৎ সেই প্রভুকে দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পদযুগল বন্দনা করিলেন। এবং সাতিশয় সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও তদীয় শিষ্যদ্বয়কে লইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট বাসস্থান প্রদান করিলেন। প্রভু তাঁহার সৌজন্য ও আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে শ্রীবাস প্রাঙ্গণে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ, কাঁসর, ঘড়ি যুগপৎ বাজিয়া উঠিল। শত শত নরকণ্ঠ সমুদ্ভুত হরি হরি ধ্বনি চতুর্দ্দিক

প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। রাধামোহন প্রভু সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক হইতেছে জানিয়া দ্রুত পদে তথায় গমন করিলেন। গোকুলানন্দ ও উদ্ধবদাস উভয়েই তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। প্রভু মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দ্বারের বাম ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ লোচনে মহাপ্রভুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনির্ব্বচনীয় ভুবন মোহন রূপরাশি দুই নেত্রে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, সেই দুঃখেই যেন নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারি ধারা পতিত হইতে লাগিল। তদ্বারা শ্রীমুখ মণ্ডল ও বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব কুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। প্রভুর সেই ভাব দর্শন করিবা মাত্র একবারে শত শত নেত্র তাঁহার দিকে নিপতিত হইল। সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন—ইনি কে? ইহাঁকে দেখিয়া নিশ্চয় সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাঁর দেহ ও অপ্রাকৃত কারণ প্রাকৃত মানব দেহে এতাদৃশ রূপ লাবন্য সম্ভবে না। —সকলে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণদাস মিশ্র আসিয়া কহিলেন; "তোমরা ইহাঁকে চিন না; কিন্তু ইহাঁর নাম নিশ্চিতই শুনিয়াছ, ইনি মালিহাটীর রাধামোহন প্রভু।"

"সকলেই হাঁ। শুনিয়াছি, ইনিই সেই রাধামোহন প্রভু! মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব। লুপ্তপ্রায় পরকীয়া ভাবের সংস্থাপয়িতা। আজ ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম এই প্রকার বলিতেছেন।" এমন সময়ে গৌরাঙ্গ দেবের আরাত্রিক গান আরম্ভ হইল। রাধামোহন প্রভু, গোকুলানন্দ ও উদ্ধবদাস ইহাঁরা তিন জনে গীত মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। তিন জনের মনোহর কণ্ঠ স্বরে সকলেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ভাবুকগনের ভাব তরঙ্গ উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল, অবিরত প্রেমাশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আরাত্রিক গান সমাধা করিয়া প্রভু নিজ কৃত গৌরাঙ্গ গুণ গানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গীত।

আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখনু নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে, কুছু নাহি জানত, নয়নহি অবিরত লোর॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ।
ঐছন প্রেম, কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে, নিরূপম নবরস কন্দ॥
শত শত ভকত উচ করি বোলত, কছুনা শুনত বাত।
হুঙ্কৃতি শবদ, করত পুন ঘন ঘন, প্রেমবতী নারীক জাত॥

হরি হরি শব্দ, কানহি যব পৈঠত, তবহি ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রম ময় বাত, কহত ইহনা বুঝিয়ে, কহ রাধামোহন দাস।

গান শুনিতে শুনিতে পাষাণময় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া উঠিল। সকলেই "ধন্য প্রভু যেমন কর্ণে শুনিয়া ছিলাম, আজ সচক্ষেও তাহাই দর্শন করিলাম। আজ আমাদিগের দিন সার্থক।" এই বলিয়া প্রভুপাদপঙ্কজের রজ লইয়া শিরো বক্ষঃস্থলাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৈষ্ণবমণ্ডলী গললগ্নীকৃতবাসে প্রভুকে কহিলেন, "প্রভুর শ্রীমুখে ভক্তিশাস্ত্রের কিছু ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

প্রভু কোন আপত্তি না করিয়া সমাগত ব্যক্তি বর্গের সমক্ষে সহাস্য বদনে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ন্যায় বেদান্তাদির মতের সহিত গোস্বামীগণের মতের সামঞ্জস্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি প্রভুর ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল না। একটী শ্লোকে প্রভুর ষড় দর্শনে ও ভক্তি শাস্ত্রে অলৌকিক পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বাগ্মিতা দেখিয়া নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী আশ্চর্য্যান্বিত ও মহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহঁাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, নতুবা মানব দেহে এতদূর পাণ্ডিত্য থাকা অসম্ভব।" অপর সাধারণে

কহিতে লাগিল বাগ্বাদিনী অবিরত ইহঁার কণ্ঠে বসিয়া আছেন, সেই জন্যই ইহঁার এত পাণ্ডিত্য ও এত স্বরমাধুর্য্য। তাহা না হইলে কি সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী ইহঁার নিকট পরাভূত হয়।” অনেকক্ষণ পরে রাধামোহন প্রভু ‘অতিরিক্ত রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া শ্লোক ব্যাখ্যায় বিরত হইলেন, কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গ প্রভুর ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। প্রভু বাসায় গিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামার্থ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। গোকুলানন্দ ও উদ্ধবদাস তাঁহার পদোপান্তে শয্যা করিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ-কালীন সন্ধ্যা ও বন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক উদ্ধব ও গোকুলা-নন্দের সহিত নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভুর ও গৌর ভক্তবৃন্দের লীলা স্থান ও বিহারস্থান প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বাসায় আসিয়া ভোজন ও বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে বিদ্বান বৈষ্ণব মণ্ডলী মধ্যে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃ-গণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল সমাগত হইলে গৌরাঙ্গ দেবের আরতি দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত

রাধাকৃষ্ণ গুণগানে সকলের আত্যন্তিকী প্রীতি উৎপাদন করতঃ বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপ তিনি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া চতুর্থ দিবসে শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামিগণ তাঁহার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট সাম্মন ও সমাদর করিলেন। তত্রত্য রামকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে আপন আলয়ে বাসস্থান প্রদান করিয়া তাঁহার সেবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শান্তিপুরস্থ গোস্বামিবৃন্দ সকলেই পণ্ডিত ও ভক্তিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। তথাপি শ্রীনিবাস আচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারক ও রাধামোহন প্রভু উক্ত আচার্য্য প্রভুর কুলপ্রদীপ এবং দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব পর্ব্বতের অশনি স্বরূপ, এই কারনে তাঁহার নিকট ভক্তি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রভু সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া স্বকিয় অলৌকিক পাণ্ডিত্যে সকলকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়া ফেলিলেন, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রভু দুই দিবস মাত্র তথায় অবস্থিতি করিয়া তৃতীয় দিবসে সকলের নিকট বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। পরে একে একে অম্বিক বাঘানাপাড়া

খড়দহ প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং সপ্তাহ মধ্যে পুনর্ব্বার যাজিগ্রাম ও কাঁটোয়া হইয়া মালিহাটীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবদাস ও গোকুলানন্দ আরও চারি পাঁচ দিন তথায় যাপন করিয়া প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে কালিন্দীদাস ও পরাণদাস উভয়ে প্রভুর আজ্ঞানুসারে ভাবুক মাহাল দখল করিবার জন্য যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ দিনাজপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় "রাধামোহন প্রভুর শিষ্য" এই পরিচয় দিয়া দিনাজপুরের রাজার নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হইলেন। এবং তাঁহার সাহায্যে ও নবাব বাহাদুরের সনন্দের বলে তত্রত্য সমস্ত বৈষ্ণবদিগকে বশীভূত করিলেন। দিনাজপুরের রাজা তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবাচার দর্শনে প্রীত হইয়া প্রভুর দেব সেবার জন্য তাঁহার নামে দিনাজপুরের অন্তর্গত চাঁচড়া গ্রামে কতক ভূমি সম্পত্তি প্রদান করিলেন।

অনন্তর কালিন্দীদাস ও পরাণদাস উভয়ে দিনাজপুর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ক্রমে রঙ্গপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া সকল স্থানের ভাবুক মাহাল দখল ও তাহা হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

পরে রাজসাহী আসিবার সংকল্প করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথে আসিতে আসিতে একদিন সায়ংকালে পুঁঠিয়ায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাজবাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া বাসস্থান প্রদান করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর হইলে দুই জন পূজারি ব্রাহ্মণ দুইখানি থালায় লুচি, কচুরী, মিষ্টান্ন লইয়া বৈষ্ণবদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনাদিগের আহারের জন্য প্রসাদ আনিয়াছি, কোথায় রাখিব। কালিন্দীদাস কহিলেন কাহার প্রসাদ, ব্রাহ্মণ কহিলেন মা কালীর প্রসাদ। শুনিবা মাত্র বৈষ্ণবদ্বয় ক্রোধে রক্তাক্ষ হইয়া কহিলেন, লইয়া যান, লইয়া যান, প্রসাদে আবশ্যক নাই, আমাদিগকে বিদ্রুপ করা উদ্দেশ্য। আমরা একমাত্র বিষ্ণুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন দেব দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করি না।

ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া অবাক হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে একবারে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হুজুর, বৈষ্ণবদিগকে কালীর প্রসাদ দিতে গিয়াছিলাম, তাহারা কালীর প্রসাদ শুনিয়া রাগান্বিত ভাবে কহিল, লইয়া যাও, লইয়া যাও, আমরা বিষ্ণুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন প্রসাদ ভক্ষণ করি না।

রাজা কালীমন্ত্র উপাসক ও মা কালীর ঐকান্তিক ভক্ত

ছিলেন। ঐ কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অকস্মাৎ উদ্ভূত রোষাবেশে কম্পিত হইয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় ও মুখমণ্ডল রক্ত জবার স্থায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। গম্ভীরস্বরে কহিলেন পাষণ্ড গোঁড়া বৈষ্ণবের এতদূর আস্পর্দ্ধা, মা কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করিবে না, আচ্ছা অদ্য রাত্রিকার মত তাহা-দিগকে অতিথি শালার এক প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ, আগামীকল্য সকালে আমার সভায় লইয়া আসিবে। উভয়কেই সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। ব্রাহ্মণেরা যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং অতিথি শালার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বৈষ্ণবদিগকে আবদ্ধ করিয়া বহির্ভাগ হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়াগেলেন।

কালিন্দীদাস ও পরাণদাস বুঝিলেন যে কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিব না বলাতে রাজা ও রাজপুরুষেরা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিবার মানস করিয়াছেন, আচ্ছা কতদূর রাজার ক্ষমতা দেখা যাউক, এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে বিশ্রামার্থ নির্ভয়ে শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে দ্বারবান আসিয়া গৃহের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিয়া দিল। তখন কালিন্দীদাস ও পরাণদাস গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালীন ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিলেন

এবং উপবেশন পূর্ব্বক সার্ব্বাঙ্গে তিলক ও ছাপামুদ্রা ধারণ করিয়া হরি নামের মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পুঁঠিয়ার সর্ব্বত্র ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রকাশিত হইল যে দুই জন দক্ষিণদেশী বৈষ্ণব আসিয়াছে, তাহারা গত রাত্রে কালীর প্রসাদ গ্রহণ করে নাই বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, অদ্য সকালে রাজসভায় রাজা তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিবেন।

এই সংবাদ যতদূর প্রচারিত হইল, ততদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ক্রমে রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা ও দেওয়ান প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারী সে দিন সকালে সভায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা সভায় আসিয়াই বৈষ্ণবদ্বয়কে তথায় লইয়া আসিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিবা মাত্র তাঁহারা উভয়েই প্রফুল্লচিত্তে রাজসভায় গমন করিলেন।

যখন কালিন্দীদাস ও পরাণদাস সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে রাজার সভাপণ্ডিত জিজ্ঞাসা

করিলেন, আপনারা কালীর প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, জগন্মাতা কালীর প্রসাদ ভোজনে কি দোষ আছে!

কালিন্দীদাস কহিলেন আমরা অন্যায় কার্য্য করিনাই; বৈষ্ণবোচিত কার্য্যই করিয়াছি, কারণ কালীর প্রসাদ ভোজন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়, অধিকন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী। এই রূপ কথোপকথন হইতে হইতে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। বিবিধ পৌরাণিক ও ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণের বাদপ্রতিবাদ হইতে লাগিল। বৈষ্ণবদিগের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সভাস্থ সমস্ত লোক বিস্মিত হইলেন। রাজসভায় সুপ্রসিদ্ধ পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাও বৈষ্ণব দিগের বিচারশক্তি দেখিয়া ক্রমে বাকশক্তি রোহিত হইয়া পড়িলেন। দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ সম্পুর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-দিগের কথার আর উত্তর দিতে পারিলেন না। সুতরাং নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজা ও সমবেত লোক সকল অবাক হইয়া তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা মনে করিলেন, বৈষ্ণবদিগের প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় জানিলাম যে সত্বগুণ ভিন্ন মুক্তি হয় না, একমাত্র কৃষ্ণই বিশুদ্ধ সত্বগুণ সম্পন্ন, ব্রহ্মা রজোগুনান্বিত

ও মহেশ্বর তমোগুণ বিশিষ্ট। আদ্যাশক্তি মহাশয়া ত্রিগুণ ধারিণী হইলেও তাঁহাকে শুদ্ধ সত্বগুণাবলম্বিনী বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তাঁহা হইতে মুক্তিলাভ পাইবার আশাও অনিশ্চিত। কেবল শুদ্ধ সত্বগুণময় নির্ব্বিকার কৃষ্ণ ভিন্ন মোক্ষ প্রাপ্তির কোন উপায়ই দেখিতেছি না। তবে আমি ত এতদিন বৃথা কালক্ষেপ করিলাম, পরকালে শ্রেয়োলাভ-জনক কোন কার্য্যই করিলাম না। যাহাহউক আর বিলম্ব করিব না, সত্বরেই কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিব, এই নিশ্চয় করিয়া রাজা বৈষ্ণব দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের নিবাস কোথায়?

কালিন্দীদাস কহিলেন আমাদিগের নিবাস মালিহাটী, আমরা প্রভু রাধামোহনের শিষ্য নবাব বাহাদুর আমাদিগের আচার্য্যকে ভাবুক মাহালের যে সনন্দ প্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই সনন্দ লইয়া ভাবুক মাহাল দখলের জন্য সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া গতকল্য সায়ংকালে আপনকার আশ্রয়ে অতিথি হইয়াছি।

রাজা চমকিত হইয়া কহিলেন আপনারা কি রাধামোহন গোস্বামীর শিষ্য; যিনি মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব, যিনি মহামহোপাধ্যায় দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া ভারত মধ্যে স্বকীয় নির্ম্মল যশঃপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তবে

আমিত আপনাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী, আপনাদিগের পরিচয় না লইয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। মহারাজ নন্দকুমার যেন মৎকৃত দুষ্কার্য্যের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। কালিন্দীদাস কহিলেন রাজন! আপনার উপর আমাদের বিন্দুমাত্র ক্রোধ হয় নাই, বরং ভবদীয় আশ্রয়ে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে রজনী যাপন করিয়াছি, আরও জানিবেন বৈষ্ণবেরা অক্রোধ ও নির্ম্মৎসর হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট কেহ কোন অপরাধ করিলে তাঁহারা সে অপরাধ গ্রহণ করেন না।

রাজা কালিন্দীদাসের বাক্যে আশ্বস্ত চিত্ত হইয়া কহিলেন, আপনাদিগের কথিত শাস্ত্রীয় প্রমানাদি শ্রবণ করিয়া আমি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগের আচার্য্য, প্রভু রাধামোহনকে এখানে আনাইয়া আমাকে কিছু মন্ত্র প্রদান করান, কালিন্দীদাস সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন রাজন! তজ্জন্য চিন্তা কি! আমি স্বয়ং গিয়া প্রভুকে এখানে লইয়া আসিয়া আপনার বাসনা পূর্ণ করিব।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি আপনকার সহিত যানাদি প্রেরণ করিব, আপনি আগামী কল্য প্রত্যূষে এখানে

হইতে রওনা হইবেন।”

এই সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে কালিন্দীদাস, রাজার অনুরোধে পরাণদাসকে তথায় রাখিয়া লোক ও যান সমভিব্যাহারে পুঁঠিয়া হইতে যাত্রা করতঃ তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নকালে প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখন স্নান ভোজনাদি সমাধানান্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে ছিলেন, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রাণী ঠাকুরাণী মাতা তৎপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে ছিলেন। উভয়েই প্রেমাশ্রুজলে ভাসিতে ছিলেন, কখন কখন দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে কালিন্দীদাস একাকী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু একাকী কালিন্দীদাসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বাবাজী? সংবাদ কি? তোমাদের কুশলত?” কালিন্দীদাস কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পুঁঠিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। এবং কহিলেন পুঁঠিয়ার রাজা শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবার অভিলাষে প্রভুকে লইয়া যাইবার জন্য লোক ও যান পাঠাইয়াছেন, আগামী কল্য প্রত্যুষে আপনাকে গমন করিতে হইবে।” প্রভু প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মত হইয়া রাজার প্রেরিত লোকদিগের আহারাদির ব্যবস্থা

করিয়া দিবার নিমিত্ত পাচক ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পুঁঠিয়ার রাজা প্রভুর নিকট শিষ্য হইবেন” তজ্জন্য তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া গ্রামবাসী সকলে প্রভুর নিকট গিয়া যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

যাহাহউক প্রভু চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া কালিন্দীদাসকে বাটিতে রাখিয়া যানারোহনে পুঁঠিয়া যাত্রা করিলেন, এবং চতুর্থ দিবসে বেলা এক প্রহরের সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। জনেক অনুচর রাজবাটী গিয়া সংবাদ দিল যে প্রভু যান হইতে অবতরণ করিয়া সদরদ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। শ্রবণ মাত্র রাজা সভাস্থ লোকগণ সহ ব্যগ্র হইয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য সত্বরে গমন করিলেন। দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রভুর দিব্যকান্তি তেজোময় কলেবর, গম্ভীর মূর্ত্তি, আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবক্ষঃ প্রভৃতি মহাপুরুষের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইলেন। সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রাজা অগ্রগামী হইয়া প্রভুর পাদমূলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় নিপতিত হইলেন। প্রভু বাহু যুগল প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে রাজার শরীরে সহসা প্রেমের উদয় হইল, কৃতার্থ হইলাম ভাবিয়া নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রুজল নির্গত

হইতে লাগিল। কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, প্রভো! যখন অধমকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন তখন দাসের ভবনে প্রবেশ করিয়া চরণরজঃ প্রদানে গৃহ পবিত্র করুন।" প্রভু রাজার বিনীতবাক্যে তুষ্ট হইয়া রাজবাটী প্রবেশ করিলেন, রাজা পরিচারক ব্রাহ্মণগণকে প্রভুর পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন ও রাণীর নিকট প্রভুর শুভাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে রাজা সাত্ত্বিক প্রভুর নিকট যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং মহাকুতুহলে তাহার আনুষঙ্গিক বিবিধ উৎসব কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দীন, দুঃখী, ও অনাথদিগকে অকাতরে অর্থদান করিলেন।

রাধামোহন প্রভু তিন দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া রাজা ও রাণীকে সাধ্য সাধন তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলেন। রাজদম্পতি আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মনে প্রভুর প্রসাদে বিষ্ণু ভক্তির উদয় হইল। তৎসঙ্গে প্রেমাবেগে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। প্রভু বাটী যাইবার প্রস্তাব করিলে রাজা ও রাণী তাঁহার ভাবী বিরহ স্মরণ করিয়া শোকাকুল হইলেন; কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে মধুরবচনে প্রবোধ দিয়া পরাণ দাসের সহিত বাটী যাত্রা

করিলেন। রাজা বহুধন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রদান করিয়া দশজন ভৃত্যকে প্রভুর সঙ্গে পাঠাইলেন।

প্রভু বাটী প্রত্যাগমন কালে স্থানে স্থানে অনেককে দীক্ষা প্রদান করিলেন। প্রায় পনর দিনের পর প্রফুল্ল হৃদয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতি রাণী ঠাকুরাণী মাতা তাঁহাব প্রমুখাৎ রাজ দম্পতি সংক্রান্ত সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবাদ আছে প্রভুর বাটীতে একটী বিড়ালী ছিল, তাঁহার বাটীস্থ সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতেন। এবং স্নেহ পূর্ব্বক রঙ্গিণী বলিয়া ডাকিতেন। একদা রঙ্গিণী প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট যাহা মৃত্তিকায় পতিত ছিল তাহা খাইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে অদূরবর্ত্তী এক কর্ম্মকারের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল। তখন কর্ম্মকার পত্নী আপনার ভোজনীয় অন্ন একখানি থালায় সজ্জিত করিয়া কার্য্যান্তরে অপরগৃহে গিয়াছিল। সেই অবসরে রঙ্গিণী স্বভাবধর্ম্মে তাহার সেই অন্ন দুই এক গ্রাস খাইয়া ছিল, খাইবার সময় তাহার মুখ লোম সংলগ্ন প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট একটী অন্নকণা সেই পাত্রে পতিত হইল। তৎ-পরে কর্ম্মকার বনিতা রন্ধন শালায় আসিয়া রঙ্গিণীকে তাড়াইয়া দিয়া সেই অন্নের সহিত প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন কণাও ভোজন করিল। ভোজনাবসানে তাহার শরীরে অকস্মাৎ কৃষ্ণ প্রেমের সঞ্চার হইল, সেই প্রেমাবেগে কর্ম্মকার পত্নী উন্মত্তার ন্যায় "হরেকৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রাণ গৌরাঙ্গ বলিয়া অজস্র প্রেমাশ্রুনীরে ভাসিতে লাগিল। স্বামী, শশুর

কি পুত্র দিগকেও লজ্জা করিল না ক্ষণে ক্ষণে গৌরহরি গৌরনিত্যানন্দ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সাংসারিক কার্য্য এক বারেই পরিত্যাগ করিল, দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তান ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিলেও তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিত না। তাহার স্বামী পুত্রাদি আকস্মিক এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সকলেই অনুমান করিল এ নিশ্চয় উন্মত্তা হইয়াছে; কি কোন উপদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকিবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহারা নানা স্থান হইতে ভাল ভাল ওঝা আনাইল, কিন্তু কেহই তাহার রোগ নিশ্চয় বা তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন কর্ম্মকারের বাটীস্থ সকলে হতাশ হইয়া দিবানিশি রোদন করিতে লাগিল। কর্ম্ম কারও গৃহস্থালী নষ্ট হইল ভাবিয়া বড়ই শোকাকুল হইল। অনন্তর কর্ম্মকার একদিন প্রভুকে সিদ্ধ পুরুষ জানিয়া প্রাতঃ-কালে তাঁহার বাটী গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভু প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া হরিনামের মালা হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে কর্ম্মকার যাইয়া তদীয় পদতল সমীপে বিলুণ্ঠিত হইয়া রোদণ করিতে লাগিল। অক-স্মাৎ তাহার রোদণ দর্শনে প্রভুর স্বাভাবিক দয়ার্দ্র চিত্ত দ্রবীভূত হইল, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? রোদণ করিতেছ কেন?" কর্ম্মকার কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল প্রভো

আমি অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছি। একদিন আপনার বিড়ালীটী আমার পত্নীর অন্নে মুখ দিয়াছিল সেই অন্ন খাওয়ার পর হইতেই পাগলিনীর ন্যায় হইয়াছে। কখন নৃত্য করিতেছে, কখন কাঁদিতেছে, কখন হরি হরি বলিতেছে, গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য কার্য্য একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি অপোগণ্ড বালক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোদন করিলেও দৃষ্টিপাত করে না।”

প্রভু শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তুমি ভয় করিও না, তোমার পত্নী পাগলী হয় নাই, বিড়ালীর মুখ লোম নিঃসৃত বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট অন্নকণা খাইয়া তাহার কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হইয়াছে, সেই প্রেম জন্য তাহার ওরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে, ওপ্রেম সাধনেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।”

কর্ম্মকার কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, “মহাপ্রভো! আমরা দরিদ্র লোক, নাখাটিলে উদরপূর্ত্তি হইবে না, আমাদের প্রেমে প্রয়োজন কি? যাহাতে আমার পত্নীর আরোগ্য হয়, তাহার কোন উপায় দেন, এই বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে-পান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া রোদণ করিতে লাগিল।

প্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, উঠ, উঠ, রোদন করিও না, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই করিলে তোমার পত্নী নিঃসন্দেহ আরোগ্য লাভ করিবে।

তখন কর্ম্মকার তাড়াতাড়ি উঠিয়া যোড়হস্তে সম্মুখে

দাঁড়াইল, প্রভু কহিলেন, অন্ত কোন যাজক ব্রাহ্মনের উচ্ছিষ্ট অন্ন তাহাকে খাইতে দাও, খাইবা মাত্র উপস্থিত ব্যাধির-শান্তি হইবে। প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনিয়া কর্ম্মকার যেন অকুল সাগরে কুল পাইল, আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, প্রভুকে পুনর্ব্বার সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী গমন করিল। বাটী গিয়া দেখিল যে তাহার পত্নীর অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তাহার পুরোহিত তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তদ্দর্শনে কর্ম্মকার সন্তোষলাভ করিয়া পুরোহিত কে স্নান করিবার জন্ত উপরোধ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিলেন, কর্ম্মকার তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ পাকক্রিয়া সমাধা করিয়া আহার করিলেন। তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল কর্ম্মকার তাহা লইয়া তাহার পত্নীকে খাইতে দিল। কর্ম্মকারপত্নী হরি হরি বলিয়া আহার করিতে বসিল। যেই মাত্র পুরোহিতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিল সেই মাত্রই তাহার আবির্ভূত প্রেম রাসি অন্তর্হিত হইয়া গেল, সুতরাং সে পুর্ব্বে যেমন ছিল সেই রূপই প্রকৃতিস্থ হইল, পূর্ব্ববৎ সাংসারিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল পুত্র কন্তাদিগের প্রতিও স্নেহবতী হইল। স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে লজ্জা, ভয় করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহাদিগের আনন্দের সীমা

রহিল না,' পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিল এবং সাধারনের নিকট প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কর্ম্মকার পত্নীর অচিকিৎসনীয় রোগশান্তি হইলে প্রভুর অদ্ভুত মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন দুই একটী করিয়া উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইতে লাগিল, দয়ার্দ্র চিত্ত প্রভু তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে যাহা বলিয়া দিতেন, তাহাতেই তাহাদের কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল। তদবধি প্রভুকে পরম দেবতা বলিয়া সকলের জ্ঞান হইল। যাহাহউক এখন পর্য্যন্ত সেই স্রোত চলিতেছে, চিকিৎসাদ্বারা কাহারও কোন পীড়া আরোগ্য না হইলে প্রভুর গাদীর সম্মুখে মানস করিতেছে। কিছুদিন পরেই তাহার সেই পীড়া শান্তি হইয়া যাইতেছে, পীড়া শান্তি হইলে সে ব্যক্তি আসিয়া তাহার সঙ্কল্পিত ভোগ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমন কি অনেক বিধর্ম্মীলোকও ঐকান্তিকমনে মানস করিয়া দুর্নিবার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

কালক্রমে মহারাজ নন্দকুমারের মাতৃবিয়োগ হইলে রাধামোহন প্রভুর নামে নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। প্রভু কালিন্দী দাস ও প্রাণদাসকে সঙ্গে লইয়া ভদ্রপুর যাত্রা করিলেন। নন্দকুমার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে প্রভুকে তথায় পৌহুঁছিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্যের উপরোধে তাঁহাকে একদিন শিষ্যালয়ে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য পূর্ব্বদিনে পৌহুঁছিতে না পারিয়া শ্রাদ্ধের দিন বেলা একপ্রহরের সময় ভদ্রপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অসংখ্য লোকের সমাগম, সাগরতরঙ্গেরন্যায় জনস্রোত আসিতেছে ও যাইতেছে, কত ব্রাহ্মণ ও নিমন্ত্রিত ভদ্রব্যক্তিগণ দ্বারে আসিয়া দ্বারবানের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া ক্ষুন্ন মনে প্রত্যাগমন করিতেছে, রাজবাটীর মধ্য হইতে অনবরত নরকোলাহল সমুত্থিত হইতেছে। দীন দুঃখী অনাথগণ গ্রামের সমস্ত রাস্তা ঘাট পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে এবং উচ্চৈস্বরে মহারাজের জয় ঘোষণা করিতেছে।

প্রভু রাজবাটী প্রবেশ সাধ্যাতীত দেখিয়া অনেক কর্ম্মচারী দ্বারা নন্দকুমারকে স্বীয় আগমন সংবাদ জানাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, "এখন মহারাজ আসিতে পারিবেন না, তবে আপনার নিমিত্ত পৃথক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমারসঙ্গে তথায় চলুন।" এই বলিয়া কর্ম্মচারী অগ্রে অগ্রে গিয়া তাঁহাদিগকে বাসা দেখাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। তাঁহারা তিন জনেই সেই বাসাগৃহে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইল কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাদিগের তত্ত্বও লইল না। প্রভু ধীরে ধীরে কালিন্দীদাসকে কহিলেন, 'জানিলাম নন্দকুমার অতুল ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়াছে, প্রমত্ত রাবণের ন্যায় তাহার হিতজ্ঞান রহিত হইয়াছে, কিন্তু দেখিতেছি এ মত্ততা নন্দকুমারের পক্ষে শুভফলপ্রদ নহে, নিশ্চয় বলিলাম সত্বরেই ইহার অকস্মাৎ প্রাণনাশকারী কোন বিপদ উপস্থিত হইবে।"

এই বলিয়া প্রভু কালিন্দীদাস ও পরাণদাসকে কহিলেন, "অর্গল বন্ধ করিয়া তোমরা উভয়ে আপন আপন চক্ষু মুদিতকর, আমার আজ্ঞা ভিন্ন কখন উন্মীলন করিও না।" উভয়েই "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বস্ব চক্ষুদ্বয় মুদিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু যখন তাহাদিগকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে বলিলেন তখন তাঁহারা হটাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন যে তিন জনেই একত্র

প্রভুর বাটীস্থিত দক্ষিণদ্বারী গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া আছেন। কালিন্দীদাস ও পরাণদাস বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইয়া প্রভুর পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। প্রভু উভয়কে মাধ্যাহ্নিক স্নান করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং ঠাকুরাণী মহাশয়ার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রম হইলে মহারাজের স্মরণ হইল যে প্রভুর শুভাগমন হইয়াছে তখন সন্নিহিত জনেক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর আহারাদির আয়োজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ত?" কর্ম্মচারী কহিল, "আমি সেসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না, পুনর্ব্বার অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "আমি প্রভুরআগমন সংবাদও জানি না।" তখন নন্দ-কুমার ব্যস্তহইয়া প্রভুর জন্য নির্দ্ধারিত বাসাগৃহে গমন করি-লেন অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইলেন। সকলে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন গৃহদ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ, অনুমান করিলেন সকলে নিদ্রাগত হইয়াছেন; তজ্জন্য প্রভো। গাত্রোত্থান করুন গাত্রোত্থান করুন বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন-কিন্তু কাহারও কোন উত্তর পাইলেন না। চিন্তিত হইয়া দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিলেন তখন অর্গল ভঙ্গ হইয়া গেল, হড় হড় শব্দে দ্বার উন্মুক্ত হইল। সকলে দেখিল শূন্য ঘর, প্রভু বা

তাঁহার শিষ্যদ্বয়মধ্যে কেহই নাই, অগত্যা কেহ কোন কারণানুসন্ধান করিতে না পারিয়া বিস্মিত চিত্তে প্রত্যাগমন করিলেন। নন্দকুমার সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত চিত্তে শ্রাদ্ধীয় সমস্ত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া কলিকাতা যত্রা করিলেন। যাইবার সময় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার বাসনায় মালিহাটী উপস্থিত হইলেন এবং প্রবেশ মার্গে যানাদি রাখিয়া একাকী পদব্রজে অপরাধীর ন্যায় প্রভুর বাটী প্রবেশ করিলেন।

কালিন্দীদাস সম্মান পূর্ব্বক মহারাজকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া প্রভুকে সংবাদ দিবার জন্য বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। প্রভু উদ্ধবের মুখে নন্দকুমারের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তদীয় পত্নী রাণী ঠাকুরানীকে গোপনে কোন কথা বলিয়া তাঁহাকেত নন্দকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরাণী মহাশয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দকুমার সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তদীয় চরণ যুগল বন্দনা ও স্বীয় কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুরাণী মাতা কহিলেন, "বৎস! তোমার আশু কোন ভাবী বিপদ উপস্থিত হইবে জানিয়া প্রভু দুখিঃত ও চিন্তিত আছেন

এবং তৎপ্রতীকারার্থ তিনি নির্জ্জনে বসিয়া স্বস্ত্যয়ণ করিতেছেন, বারান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তুমি দুঃখিত হইওনা।"

গুরু পত্নীর বাক্য শ্রবণে নন্দকুমার বিষন্নমনে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আমি এক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্য্য বশতঃ কলিকাতা যাইতেছি, প্রভু যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।" এই বলিয়া তিনি অনুচরবর্গের সহিত প্রস্থান করিলেন। নন্দকুমার পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন পরমারাধ্য মাতাঠাকুরাণী কহিলেন যে তোমার ভাবী বিপদ ঘটিবে জানিয়া প্রভু স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে এ কথাটি আমার মন তুষ্টির জন্যই বলিলেন। আমি নবাববাহাদুরের দেওয়ান, আমার আবার কি বিপদ ঘটিবে? নিশ্চয় বুঝিলাম প্রভু আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তজ্জন্য সাক্ষাৎ করিলেন না। যাহাহউক প্রভুর অসন্তুষ্টিত আমার পক্ষে শুভ ফলপ্রদ নহে——

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টেন কশ্চন।" তবে অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে তন্নিমিত্ত এখন আর বৃথা দুর্ভাবনা করিয়া কি করিব। এইরূপ মনোমধ্যে নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি তিন চারি দিনেই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

ইতি পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে

এই অভিযোগ করেন, যে তাঁহার পুত্র গুরুদাস ও মনি বেগম নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের নবাব সরকারে কর্ম্মলাভের জন্য হেষ্টিংস তিনলক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। কৌন্সিলের সদস্যেরা হেষ্টিংসকে তাঁহার আয় ব্যয়ের হিসাব চাহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন, বরং নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া মোহন প্রসাদ নামক এক বক্তি দ্বারা সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন। নন্দকুমার কলিকাতায় পৌঁছিয়াই এই সংবাদ পাইলেন এবং অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমার গুর্ব্বী মাত ঠাকুরাণী যে ভাবী বিপদের কথা বলিয়াছেন তাহাত হাতে হাতেই ফলিল, আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া প্রভুকে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্যই তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেই অসন্তোষের জন্যই আমার এই বিপদ উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া প্রভুকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য একান্ত উপরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। এবং উপস্থিত মোকদ্দম সম্বন্ধে বিশেষরূপ তদ্বির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দকুমার অনেক তদ্বির ও অনেক সুপারিশ করিলেন কিন্তু কোনই ফল দর্শিল না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার পতি স্যরইলাইজা ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক ফাঁসির

হুকুম দিলেন, নন্দকুমার অগত্যা ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মত্যাগ করিলেন।

নন্দকুমারের ফাঁসির কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, প্রভু ও ঠাকুরাণী মহাশয়া উভয়েই শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কালিন্দীদাস ও পরাণদাস উভয়ে ঈশ্বরীজীউর কুঞ্জের জীব সংস্কার করাইবার জন্য বৃন্দাবন গমন করিয়া ছিলেন।

অতঃপর কিয়দ্দিন পরে রাধামোহন প্রভুর পিতৃবাস-রোপলক্ষে উৎসবের দিন সমাগত হইল। অনেক লোককে নিমন্ত্রন করিলেন, খাদ্য সমগ্রীরও যথেষ্ট আয়োজন করাইলেন। মধ্যাহ্নকালে বহুলোক প্রসাদ ভোজনার্থগৃহে ও প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলে প্রভু পরিবেশক লোকের অভাব দেখিয়া স্বয়ং থালা হস্তে পরিবেসন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরিবেশন করিতে করিতে তাঁহার মস্তকের কেশরাশি হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল, প্রভু তখন অপর দুই হস্ত বাহির করিয়া সে কেশবন্ধন করিলেন, কিন্তু সাধারণ লেকে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তবে কোন কোন ভাগ্যবান সে ঐশ্বর্য্য শক্তি দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরাণী জিউ মহাশয়া অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে প্রভুকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন

দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে সকল কার্য্যই করিতে হয়; আপনার এ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ আমার মতে অতি অনুচিত ও গর্হিত হইয়াছে।" প্রভু তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে খাওয়াইতে লাগিলেন। সকলে আকণ্ঠ আহার করিয়া "ধন্য হইলাম. কৃতার্থ হইলাম, দেহ পবিত্র হইল, এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

অতঃপর কয়েকদিন পরেই প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ক্ষণে ক্ষণে হা গৌরাঙ্গ! হা শচীনন্দন! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কখন বা হা রাধে! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন, সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে যৎকিঞ্চিৎ ফলমুল ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে চতুর্দশ দিবস অতিবাহিত করিয়া পঞ্চদশ দিবসে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে প্রাতঃস্নান সমাধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন তিলক ধারণ ও নামাবলী অঙ্কিত করিলেন, গলে হরিনামের মালা ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দকে

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই নাম গাহিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। ভক্তগণ কৌতুহলী হইয়া খোল করতালের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ

বিনির্গত নাম মধুরস্বরে গাহিতে লাগিলেন। প্রভু প্রাঙ্গণ মধ্যে তুলসী কানন সমীপে পূর্ব্বাস্থ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিলেন, শ্রীমতী রাণীঠাকুরাণী তাঁহার সম্মুখভাগে পশ্চিমমুখী হইয়া বসিয়া অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইতে ছিলেন। হঠাৎ প্রভু আমার হা গৌরাঙ্গ! নিত্যানন্দ! অদ্বৈত! হা রাধে। হা গোপীজন বল্লভ! বলিয়া তুলসী-পাদ মূলে ঠাকুরাণী মহাশয়ার ক্রোড়দেশে মস্তক বিন্যাস করতঃ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুরাণী জীউ চিরদিনের মত প্রভু নয়ন যুগল মুদিত করিলেন দেখিয়া হায় কি হইল বলিয়া ছিন্নমূলা কনক লতার ন্যায় ভূতল শায়িনী হইলেন। ভক্তগণও খোল করতাল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ মাত্র গ্রামবাসিগণ সকলেই ব্যাকুল ও ত্রস্ত হইয়া আগমন করিলেন এবং প্রভুকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া আর্ত্তস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। না করিবেনই বা কেন? মালিহাটী রূপ পঙ্কজ কাননের রবি অস্তমিত হইলেন; সুতরাং সকলেই চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সকলে শোকতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রভুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিলেন এবং শোকাকুলা ঠাকুরাণী

মহাশয়াকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার শোকশান্তি বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কালিন্দীদাস ও পরাণদাস উভয়ে বৃন্দাবনে ছিলেন সুতরাং এখানকার বিপদের কথা কিছুমাত্র অবগত হন নাই। তাঁহারা চারিমাস কাল বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরী জীউর কুঞ্জের জীর্ণ সংস্কার করিয়া তথাহইতে মালিহাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন, রাজমহল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে আপনাদিগের অভীষ্টদেব রাধামোহন প্রভুকে দর্শন করিলেন। দর্শন মাত্র পরমানন্দ লাভ করিয়া চরণ সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন প্রভু তাঁহাদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য বশতঃ বৃন্দাবনধাম যাত্রা করিতেছি, কতদিন হইবে নিশ্চয় বলিতে পারিতেছি না, তোমরা শীঘ্র মালিহাটী যাও বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে একটী মহোৎসব করিয়া ভূরি ভোজন এবং অষ্টপ্রহর হরিসঙ্কীর্ত্তন করাইবা। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, আগার দক্ষিণ দ্বারী প্রসাদের ঈশান কোণে প্রোথিত এক সহস্র মুদ্রা আছে তাহাই তুলিয়া লইবা।" কালিন্দীদাস ও পরাণদাস "যে আজ্ঞা" বলিয়া পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। আবার দুই চারি পদ গিয়া প্রভুকে পুনর্দর্শনের জন্য উভয়েই যুগপৎ মুখ ফিরাইলেন কিন্তু আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না। প্রভু যেন

বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, মহাপ্রভু বৈষ্ণবদ্বয় বিষম সন্দিহান ও বিস্ময়াকুল হইয়া অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবস মালিহাটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন প্রভু চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, গুরুপত্নী ঠাকুরাণী তাঁহার শোকে ম্রিয়-মানা হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। মহাভক্ত কালিন্দীদাস ও পরাণদাস হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণ মাত্র বজ্রাহত পথিকের ন্যায় "হায় কি হইল" বলিয়া ভূতলে মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লব্ধসংজ্ঞ প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তন করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন, অনন্তর পূজনীয় মাতা ঠাকুরাণীর পদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক পথিমধ্যে প্রভুর দর্শন প্রাপ্তির ও মহোৎসব করাইবার আদেশের বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইলেন। ঠাকুরাণীমাতা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরাই ধন্য, তোমরাই প্রভুর প্রকৃত স্নেহ পাত্র, কারণ প্রভু অন্তর্হিত হইয়াও তোমাদিগকে দর্শন দিলেন। যাহাহউক পুত্রহীন প্রভুর পুত্রস্থানীয় হইয়া তদীয় আদেশানুযায়ী মহোৎ-সবাদি সম্পাদন করিও। আমি তোমাদিগের আগমন প্রতিক্ষায় ছিলাম, যখন প্রভু বৃন্দাবন ধাম গমন করিয়াছেন তখন আমিও তাঁহার অনুগামিনী হইলাম।" এই বলিয়া বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে, হা রাধে! হা কৃষ্ণ! হা গৌরাঙ্গ!

নিত্যানন্দ ! বলিয়া চিরদিনের মত নয়নযুগল নিমিলিত করিলেন।

কালিন্দীদাস ও পরাণদাস ও প্রভুর বাটির অন্যান্য পরিচারক, পরিচারিকাগণ আকস্মিক এই নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। সকলেই মা এই চিরদাস দিগকে সঙ্গে লউন, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করিলেন এই বলিয়া ধুলি বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রভুর আত্মীয়বর্গ ও গ্রামবাসিগণ সমাগত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সকলেই 'ঠাকুরাণীমাতা সতী, সতী, তিনি বিরহ যন্ত্রনা সহ্য করিবেন কেন ? যে স্থানে প্রভু গিয়াছেন সেই স্থানে ইনিও গমন করিলেন।" এই বলিয়া সজল নয়নে তাঁহার নানাবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত বিধানানুসারে সমাধা করাইলেন। কালিন্দীদাস ও পরাণদাস উভয়ে অন্যান্য প্রভুগণ ও গ্রামস্থ ভদ্র ব্যক্তিগণকে প্রভুর বিজ্ঞাপন পুর্ব্বক যুক্তি করিয়া বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী তিথিতে মহাসমারোহে মহামহোৎসব সম্পাদন করিলেন। অদ্যাবধি প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে রামনবমীর দিবসে মহা সমারোহে উৎসব ক্রিয়া সমাহিত হইয়া থাকে।

সমাপ্ত॥